Aronno

সায়েন্স ফিকশন

দ্য সিক্রেট পাথ

ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর । অনীশ দাস অপু

Sewam Sam



স্যালির মতো অদ্ভুত মেয়ে কখনও দেখেনি অ্যাডাম। স্যালি ওকে স্পুকসভিল শহরের বাচ্চাদের জীবনে যেসব ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে তার গল্প শোনাল। অ্যাডাম বিশ্বাস করল না ওর গল্প। তোমরা করবে?

তারপর পরিচয় হল ওয়াচের সঙ্গে। সে ওদেরকে নিয়ে সিক্রেটপাথ ধরে প্রবেশ করল স্পুকসভিলের ভিন্ন আরেক জগতে।

এ এক ভয়ানক পৃথিবী।

যেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

অ্যাডামরা কি ফিরে আসতে পারবে? জানতে হলে পড়ো এই আশ্চর্য গতিশীল ফ্যান্টাসি সায়েন্স ফিকশন।

পরবর্তী বই : অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন।

দ্যা সিক্রেট পাথ

মূল : ক্রিস্টোফার পাইক

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

COLLECTION



বই

RE

EDIT

ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

সেইসব কিশোর-কিশোরীকে
যারা ভালোবেসে ফ্যান্টাসীর
রাজ্যে হারিয়ে যেতে

এক

স্পুক্সভিল শহরে আসার কোনো ইচ্ছে ছিল না অ্যাডাম ফ্রিম্যানের। কিন্তু ওর বয়স মাত্র বারো। ওকে কে-ইবা পাত্তা দেয়? বাবার চাকরি হয়েছে এখানে। কাজেই আসতেই হল। অবশ্য মা-বাবা বলেননি যে শহরটার নাম স্পুক্সভিল। সাগরের কোলঘেঁষা ছোট এ শহরের আসল নাম স্প্রিংভিল। স্থানীয় শিশু-কিশোররা শহরটির নাম রেখেছে স্পুক্সভিল বা ভূতুড়ে শহর। তারা বলে এ শহরের এটাই নাকি যথার্থ নাম। কারণ ওরা জানে রাত ঘনালে কীরকম ভুতুড়ে হয়ে ওঠে এ শহরের পরিবেশ। ঘটতে থাকে নানা অদ্ভুত কাণ্ড।

এমনকি দিনের বেলাতেও এসব ঘটে। আর স্পুক্সভিল শহরে এটাই নাকি স্বাভাবিক। এখানে ভূতুড়ে ঘটনা ঘটানোর জন্য দানব আর পিশাচরা সাঁঝের আঁধার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। দিনদুপুরেই চালাতে থাকে তাদের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এল অ্যাডাম। ভূতপ্রেত কিংবা অলৌকিক ঘটনায় তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু জানে না ওর এ-ধারণা বদলে যাবে।

'অ্যাডাম', ওর বাবা ডাক দিলেন ট্রাক থেকে। 'এ মালগুলো নামাব। একটু হাত লাগা।'

'আসছি', বলল অ্যাডাম। কাপড়চোপড়ের বাক্সটা ঘরের কোণায় রেখে দিল। কাজ করতে ভালোই লাগে ওর। যদিও গা-হাত-পা ব্যথায় টনটন করছে। মাত্র দুদিন আগে এক ট্রাক মাল বোঝাই করেছে সে মিসৌরিরির কানসাস সিটির বাড়িতে। এর আগে ওখানেই ছিল ওরা। ওর

বাবা পাগলাটে স্বভাবের মানুষ। একটানা গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছেন ওয়েস্ট কোস্ট শহরে। অ্যাডাম ট্রাকের পেছনে, রাবারের একটা ম্যাটে ঘুমিয়েছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ট্রাকের ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গোড় ছিটকে যাওয়ার দশা।

বয়সের তুলনায় অ্যাডামকে ছোটই দেখায়। ওর বন্ধুরা থাকে ওর কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে। স্যামি আর মাইক ওকে বিদায় জানাতে এসেছিল। ওরা এখন কী করছে? ভাবল মাইক। ওর বাবা ওকে ঠেলা দিলেন। 'কিরে, কী ভাবছিস? বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'না, ঠিক আছে।'

বাবা ওর চুল নেড়ে দিলেন আদর করে। 'মন খারাপ করিস না। এখানেও শীঘ্রি নতুন বন্ধু জুটে যাবে দেখিস। মিডওয়েস্টে শুধু মুখগোমড়া ছেলেরাই থাকে না।' হেসে যোগ করলেন। 'এখানে শুধু উদাস মেয়েরাও থাকে না।'

মুখ ভেংচাল অ্যাডাম। ছোট সোফাটি তুলে নেয়ার জন্য ঝুঁকল। 'মেয়েদের কথা ভাবতে আমার বয়েই গেছে। তাছাড়া ওদের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'ওদের ব্যাপারে যখন আগ্রহ দেখাবি না, ওরা তখন তোর পিছু নেবে।'

' তাই নাকি?'

'কখনও কখনও তাই সত্যি। অবশ্য তোর ভাগ্য যদি ভালো থাকে।' বাবা সোফার অন্য প্রান্তটি ধরলেন। 'আয় তুলি। এক দুই–'

'এটার নাম লাভ সিট কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। নানা বিষয়ে কৌতূহল তার। যদিও ভান করে কোনোকিছুতে ওর আগ্রহ নেই।

'কারণ এটা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য। নে, তোল, এক-দুই।'

'তুমি তো জানোই কানসাস সিটির কোনো মেয়েকে আমি চিনতাম না।' দ্রুত বলল অ্যাডাম।

ওর বাবা সিধে হয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। 'ডেনিস? তুই তো সারাক্ষণ ওর সঙ্গে লেগে থাকতি।'

অ্যাডামের গালে রাঙা ছোপ ধরল। 'হ্যাঁ। কিন্তু ও তো শুধু আমার বন্ধু ছিল। ও– ও... সঠিক শব্দটি হাতড়াল। 'ও তো স্রেফ মেয়ে ছিল না।'

'যাক ভালো কথা', ওর বাবা সোফা তুলে নিতে আবার ঝুঁকলেন। তুলতে গিয়ে হাত ফস্কে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

'তোমার লাগেনি তো?' জিজ্ঞেস করেই অ্যাডাম বুঝতে পারল বোকার মতো হয়ে গেছে প্রশ্নটা। বাবার যে লেগেছে চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

'না ঠিক আছে', বললেন বাবা। 'আয়, এখন বিরতি, কিছু খেয়ে নিই। তুই কী খাবি?'

'কোক', বাবার পেছন পেছন ট্রাক থেকে নেমে পড়ল অ্যাডাম।

'মাকে বলব তোমার লেগেছে।'

'কোনো দরকার নেই', বললেন বাবা। পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করে ছেলেকে দিলেন। 'দোকান থেকে কোক নিয়ে আয়।'

'আনছি', ঘুরল অ্যাডাম। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

বাবা বললেন, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমরা তো এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না।'

দুই

দোকান থেকে সোডা নিয়ে ফেরার সময় স্যালি উইলকক্সের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অ্যাডামের। ওর পেছন পেছন আসছিল মেয়েটা। ওর সমবয়েসী। সুন্দরী। একমাথা লম্বা বাদামি চুল, মেদহীন ছিপছিপে গড়ন। যেন একটা পুতুল, জাদুর কাঠি ছুঁইয়ে তাকে জীবন দেয়া হয়েছে। খুব গরম পড়েছে আজ। সাদা শর্টসের নিচে মলির লম্বা, সুঠাম পা-জোড়া দেখতে পাচ্ছিল অ্যাডাম। এতবড় বাদামি, হরিণী চোখের মেয়ে আজ পর্যন্ত দেখেনি অ্যাডাম। ওর সঙ্গে মিসৌরিরি ডেনিসের তুলনাই চলে না।

'হ্যালো', বলল মেয়েটা। 'তুমি শহরে নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ। মাত্র ঢুকলাম।'

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। 'আমার নাম সারা উইলকক্স। তবে তুমি আমাকে শুধু স্যালি বলে ডাকতে পারো। মনে রাখতে সুবিধে হবে।'

অ্যাডাম ওর হাতটা ধরল। 'আমি অ্যাডাম ফ্রিম্যান।'

'তোমাকে কী নামে ডাকব?'

'অ্যাডাম।'

কোকের ক্যানের দিকে ইঙ্গিত করল স্যালি। 'ঠাণ্ডা?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে একটা দেবে?'

এত সুন্দরী একটা মেয়েকে কে 'না' বলতে পারে? বিশেষ করে সে যদি শহরে নতুন আসে। অ্যাডাম স্যালিকে একটা কোক দিল। চট করে ক্যানের মুখ খুলে ঢকঢক করে পান করতে লাগল। ঢেঁকুর তুলল না পর্যন্ত। চমৎকৃত হল অ্যাডাম।

'তোমার বোধহয় খুব তেষ্টা পেয়েছিল।' মন্তব্য করল ও।

'হ্যাঁ', মেয়েটা একনজর দেখল ওকে। 'তোমাকে হতাশ লাগছে, অ্যাডাম।'

'কী?'

'তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মন খারাপ?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'না।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। 'আমি বুঝতে পারছি তুমি বিশেষ কাউকে ফেলে রেখে এসেছ।'

চোখ পিটপিট করল অ্যাডাম। 'কী বলছ তুমি!' এই মেয়েটা বেশ অদ্ভুত।

হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল স্যালি যেন ও যা বলছে জেনেই বলছে। 'লজ্জা পাবার কিছু নেই। তুমি দেখতে সুদর্শন। কাজেই তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে তোমার সুন্দরী কোনো বান্ধবী থাকতেই পারে।' বিরতি দিল সে। 'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'কানসাস সিটি।'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্যালি। 'সে এখন অনেক দূরে।'

'কে?'

'তোমার সঙ্গে আমার মাত্র পরিচয় হল, অ্যাডাম। আমি কী করে মেয়েটার নাম জানব?'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম। 'কানসাস সিটিতে আমার প্রিয় বন্ধু হল স্যামি এবং মাইক।'

লম্বা চুলে অধৈর্যভঙ্গিতে ঝাঁকি দিল স্যালি। 'মেয়েটার কথা বলতে না চাইলে বোলো না। আমি মাঝে মাঝে নিজেকেই চিনতে পারি না। তুমি নিশ্চয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা বলতে পারবে না, পারবে কি?'

'না।'

'আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখি, আমি একা একা কষ্ট পাই। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকেই যেন চিনতে পারি না। তবে এই-ই ভালো।'

অ্যাডাম বাড়ির পথ ধরল। রোদের তাপে গরম হতে শুরু করেছে কোক। স্যালির কথাবার্তা কেমন রহস্যময়। তবে স্যালি ওকে সুদর্শন

বলায় খুশিই হয়েছে অ্যাডাম। নিজের চেহারা নিয়ে একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে অ্যাডাম। ওর বাদামি চুল তেমন লম্বা নয়, বাবা প্রায় আর্মি ছাঁট দিয়ে রেখেছেন। অ্যাডাম স্যালির মতো লম্বাও নয়। তবে লোকে বলে অ্যাডামের চেহারাটা নাকি সুন্দর। অন্তত মা বেশ কয়েকবারই কথাটা বলেছেন যখন তাঁর মুড ভালো থাকে।

অ্যাডামের পিছু ছাড়েনি স্যালি। সঙ্গে আসছে।

'তোমার পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে? বাবা-মাদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'তুমি এ শহরে কদ্দিন ধরে আছ?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'বারো বছর। একেবারে জন্মের পর থেকে। আমি সৌভাগ্যবতীদের একজন। কারণ এখনও বেঁচে আছি।'

'মানে?'

'মানে স্পুক্সভিলে বারো বছর পর্যন্ত কোনো বাচ্চা টিকে থাকে না।

'স্পুক্সভিলটা আবার কী?'

সিরিয়াস শোনাল স্যালির কণ্ঠ। 'এ শহরের নাম, অ্যাডাম। বড়দের কাছে শুধু এ শহরের নাম স্প্রিংভিল। তবে বাচ্চারা এ শহরের আসল ইতিহাস জানে। তাই তো তারা এর নাম দিয়েছে স্পুক্সভিল বা ভূতুড়ে শহর।'

অবাক অ্যাডাম। 'কেন?'

ওর পাশে চলে এল স্যালি, যেন গোপন কথা বলবে। 'কারণ মানুষ এখান থেকে উধাও হয়ে যায়। বিশেষ করে আমাদের মতো বয়সীরা। কেউ জানে না তারা কোথায় যায়, তাদের অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা নিয়ে কথা বলার সাহসও কেউ পায় না। কারণ সবাই সিটিয়ে থাকে ভয়ে।'

আড়ষ্ট হাসি ফুটল অ্যাডামের মুখে। 'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?'

ঝাঁঝিয়ে উঠল স্যালি। 'ভয় দেখালে তুমি তো এখানে থাকতেই পারবে না। তোমাকে সত্যিকথাই বলছি। এ শহরটা বিপজ্জনক। আমার পরামর্শ হল সূর্য ডোবার আগেই এ শহর ছেড়ে কেটে পড়ো।' বিরতি

দিল স্যালি, একটা হাত রাখল অ্যাডামের কাঁধে। 'যদিও আমি চাই না তুমি চলে যাও।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'আমি কোথাও যাব না। ভূতুড়ে শহরটহরে আমার বিশ্বাস নেই। আমি ভ্যাম্পায়ার, মায়া নেকড়ে বা এ-ধরনের উদ্ভট কিছুতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো জেনে অবাক হচ্ছি।' দ্রুত যোগ করল। 'এজন্যই বোধহয় মাঝে মাঝে নিজেকে চিনতে পারো না তুমি।'

হাতটা সরিয়ে নিল স্যালি। গম্ভীরমুখে যাচাই করল অ্যাডামকে। তারপর বলল, 'তুমি যদি আমাকে পাগলজাতীয় কিছু একটা ভেবে থাকো তাহলে লেসলি লেস্টর গল্পটা শোনো। মাসখানেক আগে সে আমার বাসা থেকে এক ব্লক দূরে থাকত। মেয়েটি খুব মিষ্টি ছিল দেখতে। আমার আগে ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে ওকেও ভালো লেগে যেত তোমার। মেয়েটার নানা জিনিস তৈরি করার বাতিক ছিল। গহনা, জামা-কাপড়, ঘুড়ি। বিশেষ করে ঘুড়ির প্রতি ওর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ছিল। হয়তো বড় হয়ে পাখি হতে চেয়েছিল সে। যাকগে, ও গোরস্থানের ধারের পার্কে ঘুড়ি ওড়াতে যেত। হ্যাঁ, স্পুক্সভিলের পার্কটা গোরস্থানের পাশেই। আর গোরস্থানের ধারে ডাইনির প্রাসাদ। এটারও অন্য একটা গল্প আছে। লেসলি একাই পার্কে যেত ঘুড়ি ওড়াতে, সন্ধ্যা হলেও মানত না। আমি ওকে মানা করেছিলাম। শোনেনি। গত মাসে সে একা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। এমন সময় প্রবল বাতাসের একটা ঝাপটা এসে ওকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কালো একখণ্ড মেঘ গ্রাস করে ফেলে ওকে। ভাবতে পারো ব্যাপারটা?'

'না।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে স্যালি। 'আমি মিথ্যা বলছি না।'

'পার্কে মেয়েটা একা ঘুড়ি ওড়াতে গিয়েছিল তুমি জানলে কী করে? কে বলেছে তোমাকে?'

'ওয়াচ।'

'ওয়াচ কে?'

'ওর সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার। তবে তোমার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আমাদের সম্পর্ক কখনোই রোমান্টিকতার দিকে গড়ায় নি। আমরা স্রেফ ভালো বন্ধু।'

'আমি দুশ্চিন্তা করছি না, স্যালি।'

ইতস্তত করল মেয়েটা। 'বেশ। ওয়াচ লেসলিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। ও তখন গোরস্থানে ছিল। সেখান থেকে পার্ক দেখা যায় বলেইছি।'

'তোমার বন্ধু ওয়াচের কল্পনাশক্তি বেশ।'

'ঠিক ধরেছ। ও চোখে ভালো দেখতে পায় না, তবে ও মিথ্যাকথা বলে না।'

'গোরস্থানে সে কী করছিল?'

'ওখানে ওর নানারকম কাজ। স্পুক্সভিলে বাস করাটাই ওর কাছে মজার মনে হয়। ও রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে। ওর প্রকৃতিটা অদ্ভুত না হলে আমি হয়তো ওর প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'আমিও রহস্য এবং অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসি।' গর্বের গলায় বলল অ্যাডাম।

তবে স্যালি একথায় তেমন প্রভাবিত হল না। 'তাহলে তুমি ওয়াচের সঙ্গে গোরস্থানে ক্যাম্প করতে যেতে পারো।' হাত বাড়িয়ে দেখাল। 'লনের ধারে রাস্তার ওপাশের বাড়িটা তোমাদের না?'

'হ্যাঁ।'

গম্ভীর দেখাল স্যালিকে। 'ওই বাড়িটা ভালো নয়।'

'কেন? কী হয়েছে? ওখানে কেউ খুন হয়েছে?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল স্যালি। 'কেউ খুন হয়নি।'

'তো?'

'ওরা আত্মহত্যা করেছে', সিরিয়াস গলা স্যালির। 'বুড়ো এক দম্পতি। কেউ জানে না কেন কাজটা করেছে। হয়তো আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছিল। নিজেদেরকে ঠিকমতো চিনতে পারছিল না। ঝাড়বাতির সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে দুই বুড়োবুড়ি।'

'আমাদের ঝাড়বাতি নেই।'

'বুড়োবুড়ির ওজনের ভারে ভেঙে পড়ে ঝাড়বাতি। একজন আমাকে বলেছে গোরস্থানে কবর দেয়ার মতো পয়সা ছিল না বলে ওদেরকে তোমাদের বাড়ির বেযমেন্টে কবর দেয়া হয়েছে।'

'আমাদের বেযমেন্ট নেই।'

'লাশ যাতে কেউ দেখতে না পায় সেজন্য পুলিশ বেযমেন্ট ভরাট করে ফেলেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। 'আচ্ছা, আমার বাবার সঙ্গে কথা বলবে?'

'বলব। তবে আমাকে লাঞ্চ খেতে বোলো না। আমি খুব কম খাই।'

'সে তো তোমাকে দেখেই বোঝা যায়', মন্তব্য করল অ্যাডাম।

তিন

স্যালিকে দেখে অ্যাডামের বাবা-মা খুব খুশি। অবশ্য স্যালি অ্যাডামের বাবা-মার সঙ্গে বকবক কম করল। অ্যাডামের সাতবছর বয়সী বোন ব্লেয়ারের সঙ্গে স্যালির দেখা হল না। সে তখন পেছনের বেডরুমের মেঝেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বাবা এখনও ঘরদোর গুছিয়ে উঠতে পারেননি। ঝুঁকে ঝুঁকে বানরের মতো হাঁটছেন বাবা। পিঠের ব্যথায় অস্থির। কাজের চাপ তবু তিনি অ্যাডামকে খেলতে যাওয়ার ইঙ্গিত করে চোখ টিপলেন।

অ্যাডাম বাবার চোখটেপাকে পাত্তা দিল না।

স্যালির ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই। মেয়েটাকে সে গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভাবতেও পারছে না। ক্লাস সেভেনে ওঠার আগে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ভাবতেও চায় না অ্যাডাম।

কিন্তু আগামী তিন মাসের আগে স্কুল খুলছে না। গরমের ছুটি। কাজেই পুরো তিনটা মাস সে সময় পাবে এ শহর আর তার বাসিন্দাদের ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখার জন্য।

'তোমাকে শহর ঘুরিয়ে দেখাই চল', দরজা খুলে বেরিয়ে এসে অ্যাডামকে প্রস্তাব দিল স্যালি। 'তবে উল্টোপাল্টা কিছু দেখে আবার ভয় পেয়ে যেয়ো না। এ শহরে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। ধরো তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখলে তরুণী এক মা তার নবজাতক বাচ্চাকে নিয়ে প্যারামবুলেটর ঠেলছে। সে হয়তো তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে, হ্যালোও বলবে। তাকে দেখলে মনে হবে সাধারণ একটা মেয়ে, তার বাচ্চাটাও ভারি সুন্দর।

।কন্তু ওই তরুণী মা-ই যে লেসলি লেস্টকে গায়েব করে দেয়নি তা কে বলতে পারে? আর তার বাচ্চাটা মানুষ না হয়ে রোবটও হতে পারে!'

'তুমি না বললে একখণ্ড মেঘ লেসলিকে গ্রাস করেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মেঘটা কে ছিল? এসব প্রশ্ন হয়তো তুমি ভাবনায় পড়ে যাবে।'

স্যালির কথা প্রভাবিত করেছে অ্যাডামকে। ইতিমধ্যে একটু একটু দুশ্চিন্তা শুরুও করে দিয়েছে। সে বলল, 'আমি রোবট-ফোবট বিশ্বাস করি না। রোবট বলে কিছু নেই। আর এটাই স্বাভাবিক।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে ভুরু তুলল স্যালি। 'স্পুক্সভিলে স্বাভাবিক বলে কিছু নেই।'

স্প্রিংভিলকে ওরা বানিয়েছে স্পুক্সভিল। উত্তর আর দক্ষিণের কতগুলো পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট শহরটা। পশ্চিমে সাগর। পূবে একসারি পাহাড় উঠে গেছে খাড়া হয়ে। অ্যাডামের কাছে ওগুলো মনে হয়েছে পাহাড় নয়, পর্বত। স্যালি বলল ওই পাহাড়ে নাকি অনেককে কবর দেয়া হয়েছে। শহরের বেশিরভাগ অংশ গড়ে উঠেছে একটা ঢালের ওপর। ঢালটার কিনারা গিয়ে মিলেছে সাগরে। তীরের ধারে, একটা পাহাড়ের কাছে লম্বা একটা বাতিঘর আছে। যেন নীল সাগরের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য। স্যালি বলল স্প্রিংভিলের সাগরও নাকি নিরাপদ নয়।

'এখানকার সাগরে ভয়ংকর সব প্রাণী আছে', বলল মেয়েটা।

'হাঙর তো আছেই— গ্রেট হোয়াইট শার্ক। আমি এক লোকের কথা জানি। সে বুগি বোর্ড নিয়ে সাঁতার কেটে তীর থেকে একশো হাত দূরে গেছে। এমন সময় একটা হাঙর এসে খপ করে তার ডান পাখানা কেটে নিয়ে যায়। এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে লোকটার সঙ্গে কথা বলে দেখো। ওর নাম ডেভিড গ্রিন। তবে আমরা সবাই জস বলে ডাকি।'

এ গল্পটা সত্যি হলেও হতে পারে : ভাবল অ্যাডাম। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার সাগরে সাঁতার কাটার কোনো খায়েশ নেই।'

মাথা নাড়ল স্যালি। 'সাগরে সাঁতার কাটতে না-গেলেই যে বিপদ থেকে বেঁচে যাবে অমন ভেবো না। পানিতে বিরাট বিরাট কাঁকড়া আছে। ওগুলো সাগর থেকে উঠে এসে তোমাকে কামড়ে ধরে নিয়ে যাবে।' বিরতি দিল স্যালি। তারপর যোগ করল, 'তোমার ইচ্ছে না করলে এখন সাগরে যাওয়ার দরকারও নেই।'

'পরে কখনও যাওয়া যাবে', বলল অ্যাডাম।

তবু সাগরের দিকেই গেল ওরা। স্যালি ওকে আর্কেড দেখাতে নিয়ে চলল। সিনেমাহলের পাশেই আর্কেড। স্থানীয় গোরখোদক নাকি সিনেমাহলটার মালিক। ওখানে শুধু হরর ছবি দেখায়। সিনেমা আর আর্কেড দুটোই জেটির ধারে। তবে জেটিতে কোনো ভয় নেই, জানাল স্যালি। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা সুপারমার্কেটের সামনে চলে এল।

সুপার মার্কেটের সামনে একটা কালো করভেট কনভার্টিবল পার্ক করা। অ্যাডাম গাড়িটাড়ি চালাতে তেমন পছন্দ না করলেও করভেট ওর ভালোই লাগে। রকেটের মতো দেখতে গাড়িগুলো। গাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একঝলক ওদিকে তাকাল অ্যাডাম। স্প্রিংভিলের বেশিরভাগ জিনিসের মতো সুপারমার্কেটটাও পাহাড়ের ওপর। অ্যাডাম আঁতকে উঠল দেখে যে, একটা শপিং ট্রলি মার্কেটের দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর গাড়িটার গায়ে ট্রলি আছড়ে পড়লে করভেটের ছিমছাম চেহারায় নির্ঘাত একটা কুৎসিত দাগের সৃষ্টি হবে। অ্যাডাম ট্রলিটাকে ধরার জন্য লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল। স্যালি পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাডাম। ওই গাড়ির কাছে যেয়ো না।'

কিন্তু স্যালির সাবধানবাণী কানে যাওয়ার আগেই গাড়ির সামনে একলাফে চলে এসেছে অ্যাডাম। ট্রলিটা গাড়ি থেকে এক ইঞ্চি দূরে, এমন সময় ওটাকে ধরে ফেলল অ্যাডাম। যাক্, অল্পের জন্য রক্ষা পেল গাড়িটা। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও। লক্ষ্য করল স্যালি তার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক পা-ও সামনে বাড়েনি। গাড়ির কাছে আসতে যেন ভয় পাচ্ছে। ট্রলিটাকে ঠেলে কোথাও সরিয়ে রাখার

জন্য এগিয়েছে অ্যাডাম, রহস্যময় নরম একটা কণ্ঠ কথা বলে উঠল পেছন থেকে।

'ধন্যবাদ, অ্যাডাম। তুমি বড় একটা উপকার করলে আমার।' ঘুরল অ্যাডাম। অপূর্ব সুন্দরী এক নারী। এমন রূপবতী জীবনে দেখেনি ও। বেশ লম্বা মহিলা। লম্বা চুল কোঁকড়ানো, বড় বড় চোখ জোড়া কাকের চোখের মতো কালো, যেন একজোড়া ভূতুড়ে আয়না। শুধু রাতের বেলা এ আয়না দেখা যায়। তবে মুখখানা কেমন ম্লান, পাথরের মতো ভাবলেশহীন। ঠোঁটজোড়া লাল টকটকে, যেন রক্ত মেখে রেখেছে। মহিলার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা সাদা পোশাক। হাতে ছোট একটা সাদা পার্স। বয়স পঁচিশের কোঠায় হবে হয়তো। তবে দেখে মনে হয় না। গরম পড়েছে। তবু মহিলার হাতে মোজা, তার ঠোঁটের মতোই লাল। মহিলা অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমি তোমার নাম জানলাম কী করে ভেবে নিশ্চয় অবাক হচ্ছ। তাই না, অ্যাডাম?'

মাথা দোলাল অ্যাডাম। মুখে রা নেই। মহিলা ওর দিকে এগিয়ে এল এক পা।

'এ শহরের এমন কিছু নেই যার কথা আমি জানি না। বা খবর রাখি না।' বলল সে। 'তুমি আজকেই এসেছ। তাই না?'

গলায় স্বর ফুটল অ্যাডামের। 'জি, ম্যাম।'

মুচকি হাসল সে, 'স্পুক্সভিল কেমন লাগছে?'

কথা বলার সময় তোতলাল অ্যাডাম। 'আমি শুনেছি শুধু কিশোররাই এ শহরকে স্পুক্সভিল নামে ডাকে।' আরেক কদম বাড়ল মহিলা। 'বড়দেরও কেউ কেউ এ শহরের আসল নাম জানে। আরেকজনের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হবে। সে তোমাকে এমন অনেক কিছু বলবে যা হয়তো তুমি শুনতে চাইবে না। তবে শোনা না-শোনা তোমার ইচ্ছে।' নিজের গাড়ির দিকে একবার তাকাল সে, তারপর ট্রলি ধরে রাখা অ্যাডামের দিকে চাইল। হাসিটা চওড়া হল মুখে। 'তোমাকে সাবধান করে দিলাম কারণ আজ তুমি আমার একটা উপকার করেছ। আমার গাড়িটাকে রক্ষা করেছ। তোমার অনেক সাহস, অ্যাডাম।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম।'

খিলখিল করে হাসল সে। 'তুমি ভদ্রতাও জানো। এ শহরের কিশোরদের মধ্যে এটার খুব অভাব।' বিরতি দিল মহিলা। 'তোমার কি মনে হয় ওদের নানা সমস্যা থাকার জন্য এটা একটা কারণ?'

ঢেক গিলল অ্যাডাম। 'কী সমস্যা?'

স্যালির দিকে তাকাল মহিলা। 'তোমার বন্ধু নিশ্চয় ইতিমধ্যে এ শহর সম্পর্কে অনেক ভয়ংকর গল্প বলে ফেলেছে। তবে ওর কথার অর্ধেকের কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য বাকি অর্ধেক কথা বিশ্বাস করতে পারো।' থামল সে। তারপর হাত নেড়ে ডাকল স্যালিকে।

'এদিকে এসো, খুকি।'

স্যালি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল। তারপর অ্যাডামের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এত কাছে যে অ্যাডাম দেখতে পেল কাঁপছে স্যালি। স্যালির

মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলাল মহিলা। কপালে ভাঁজ পড়ল তার।

'তুমি আমাকে পছন্দ করো না?' অবশেষে বলল সে। ঢোক গিলল স্যালি।

'আমরা এমনি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।'

'তুমি কথা বলার জন্য বেরিয়েছ', একটা আঙুল তুলল মহিলা স্যালির দিকে। 'তুমি আমার নাম যতবার উচ্চারণ করো আমি শুনতে পাই, খুকি। আর তোমার কথা আমি মস্তিষ্কে গেঁথে রাখি। বুঝতে পারছ, খুকি?'

স্যালি এখনও কাঁপছে। হঠাৎ শক্ত দেখাল ওর চোখমুখ। 'জি, আমি বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ।'

'বেশ।'

'আপনার প্রাসাদের কী দশা?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল স্যালি। 'ঠাণ্ডা বাতাস বইছে এখনও?'

মহিলার কপালের ভাঁজ আরও গভীর হল। তারপর ওদেরকে অবাক করে দিয়ে হাসল সে। শীতল হাসি। তবু হাসিটা দেখে মুগ্ধ হল অ্যাডাম। মহিলা যেন ওকে জাদু করেছে।

'তুমি খুব জেদি, স্যালি।' বলল সে। 'তবে জেদ থাকা ভালো। ছেলেবেলায় আমিও খুব জেদি ছিলাম–' থামল সে। 'তবে বেশি জেদ ভালো নয়।' অ্যাডামের দিকে তাকাল সে। 'তুমি জানো আমার একটা প্রাসাদ আছে?'

'না, জানতাম না।' বলল অ্যাডাম। প্রাসাদ ভালো লাগে ওর। যদিও এখনও কোনো প্রাসাদ দেখার সুযোগ হয়নি।

'আসবে একদিন আমার ওখানে?' জিজ্ঞেস করল মহিলা। 'বেরিয়ে যাবে।'

'না', বলে উঠল স্যালি।

অ্যাডাম কটমট করে তাকাল স্যালির দিকে। 'প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছে, তোমাকে নয়।'

স্যালি মাথা নাড়ল। 'তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে যারা যায় তারা–'

'তারা কী?' ধমকে উঠল মহিলা। স্যালি এখন তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছে না, তাকিয়ে আছে অ্যাডামের। মনে হচ্ছে স্যালির আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে।

'ওখানে যাওয়া ঠিক না', শুধু এটুকুই বলতে পারল স্যালি। হাত বাড়াল মহিলা। স্পর্শ করল অ্যাডামের মুখের একটা পাশ। তার আঙুল গরম, নরম। বিপজ্জনক মনে হয় না। তবু ভেতরে ভেতরে কাঁপছে অ্যাডাম। মহিলা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে অ্যাডামের দিকে। মনে হচ্ছে মগজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দৃষ্টি।

'তুমি যা-ই শোনো না কেন, বিশ্বাস কোরো না', নরম গলায় বলল সে। 'বিশেষ করে আমার সম্পর্কে এই রোগা মেয়েটা যদি কিছু বলে, কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে যদি কিছু শোনো, বিশ্বাস কোরো না। ওরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না।'

গলায় স্বর ফোটাতে বেগ পেতে হল অ্যাডামকে।

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'পারবে। শীঘ্রি বুঝতে পারবে', বলল মহিলা। তার আঙুলের নখ বেশ লম্বা আর টকটকে লাল। আঙুল দিয়ে অ্যাডামের চোখের পাতা প্রায় ছুঁয়ে দিল সে।

'তোমার চোখ যে খুব সুন্দর তা কি তুমি জানো, অ্যাডাম', জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেরাল সে স্যালির দিকে।

'আর তোমার মুখখানা।'

মুখে কৃত্রিম হাসি ফোটাল স্যালি। 'আমি জানি।'

খিকখিক হাসল মহিলা, পিছিয়ে গেল। টান মেরে খুলল দরজা। শেষবারের মতো তাকাল ওদের দিকে। 'তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আবার দেখা হবে— তবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।'

গাড়িতে ঢুকল সে, একবার হাত নেড়ে চলে গেল। স্যালি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'জানো, ওই মহিলা কে?'

'না', বলল অ্যাডাম। 'আমাকে উনি তার নাম বলেননি।'

'ওর নাম মিস অ্যান টেম্পলটন। মিসেস মেডেলিন টেম্পলটনের নাতির ঘরের নাতির নাতির নাতনী।'

'কে সে?'

'মিসেস মেডেনিল টেম্পলটন দুশো বছর আগে এ শহর প্রতিষ্ঠা করে। এক ডাইনি। তাদের গুষ্ঠির সবাই ডাকিনী চর্চা করে। যে মহিলার সঙ্গে একটু আগে কথা বললে সে এ-শহরের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ। কেউ জানে না কতগুলো বাচ্চা হত্যা করেছে ওই মহিলা।'

'কিন্তু আমার তো ওনাকে ভালোই লাগল।'

'অ্যাডাম! ও একটা ডাইনি! উইজার্ড অব ওজের গল্পের ডাইনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো ভালো ডাইনি নেই। ওই মহিলার কাছ থেকে একশো হাত দূরে থেকো। নইলে তোমাকে ঠিক ব্যাঙ বানিয়ে রাখবে।'

অ্যাডাম মাথা ঝাঁকি দিল। মহিলা যেন সত্যি ওকে জাদু করেছে। তবে ভিন্নরকম জাদু। এ জাদুর মোহ থেকে ও যেন মুক্তি পেতে চায় না।

'ভদ্রমহিলা আমার নাম জানলেন কী করে?' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

উত্তেজিত গলায় স্যালি বলল, 'ও ডাইনি বলেই জানতে পেরেছে। একটু বাস্তবে এসো, বাপু। জাদু দিয়ে হয়তো তোমার সব কথা জেনেছে। শপিং ট্রলিটা সে-ই হয়তো মার্কেট থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল যাতে তুমি ওটা থামাতে যাও। যাতে তোমাকে সে বশ করতে পারে। আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে, মি. কানসাস সিটি?'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম। 'ট্রলিটা উড়ছিল না। ওটাকে আমি উড়তে দেখিনি।'

আকাশের দিকে হাত তুলল স্যালি। 'এ ছেলেটা দেখছি আকাশে ঝাড়ু উড়ে যেতে না-দেখা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করবে না। ঠিক আছে। ডাইনি বিশ্বাস করা না-করা তোমার ব্যাপার। তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তো আমার কী। তোমার ঝামেলা তুমিই সামলাবে।'

'স্যালি, তখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে এভাবে চিৎকার করে কথা বলছ কেন?'

'কারণ তোমাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' 'এখন চলো এখান থেকে। আর্কেডে যাই চলো। এখানকার চেয়ে ওটা নিরাপদ জায়গা।'

'ওখানকার কোনো খেলায় আবার ভূতটুত ভর করে নেই তো?' ঠাট্টা করল অ্যাডাম। থমকে দাঁড়াল স্যালি। রাগরাগ চোখে তাকাল ওর দিকে। 'হ্যাঁ। কিছু খেলা আছে বেশ ভূতুড়ে। ওগুলো তোমার না দেখলেও চলবে। যদিও জানি ওই খেলাগুলোই তুমি দেখতে চাইবে।'

'মনে হয় খেলা দেখা হবে না', বলল অ্যাডাম। 'বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। তাছাড়া আমার কাছে টাকাও নেই।'

'টাকা নেই তো বেশ হয়েছে', বলল স্যালি।

চার

ওরা আর্কেডে গেল না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল স্যালির বন্ধু ওয়াচের সঙ্গে। এর চেহারা-সুরত ভারি অদ্ভুত। লম্বায় প্রায় স্যালির মতোই হবে। সোনালি লম্বা চুল। হাতজোড়া প্রায় মাটি ছুঁইছুঁই করছে। কানদুটো বিরাট। ওর নাম ওয়াচ বা ঘড়ি কেন তা ওকে দেখেই বুঝতে পারল অ্যাডাম। ছেলেটা দুহাতে বড় বড় চারটা ঘড়ি পরেছে। হয়তো পকেটেও আছে আরও কয়েকটা। ভীষণ মোটা কাচের চশমা চোখে। স্যালি ওয়াচকে দেখে খুব খুশি। অ্যাডামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'অ্যাডাম কানসাস সিটি থেকে এসেছে', বলল সে ওয়াচকে। 'ও আজই এসে পৌঁছেছে। তবে আমাদের শহরটা বোধহয় ওর ভালো লাগেনি।'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম। 'খারাপও লাগছে না।'

'স্কুলে তোমার প্রিয় বিষয় কী ছিল?' জানতে চাইল ওয়াচ।

'ওয়াচ হল বিজ্ঞানের পোকা', বলল স্যালি। 'বিজ্ঞান তোমার ভালো লাগলে ওয়াচ তোমাকে পছন্দ করবে। আমার পছন্দ অবশ্য বায়োলজি।'

'বিজ্ঞান আমার ভালোই লাগে', জানাল অ্যাডাম। ওয়াচের হাতের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এতগুলো ঘড়ি পরেছ কেন? একটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যের সময় জানতে চাই আমি। তাই ঘড়িগুলো পরেছি।' জবাব দিল ওয়াচ।

'আমেরিকায় চারটে টাইম-জোন', বলল স্যালি।

'জানি আমি', বলল অ্যাডাম। 'কানসাস সিটিতে দুটো টাইম-জোন। কিন্তু সবগুলো রাজ্যের সময় জেনে কী করবে?'

মাথা নোয়াল ওয়াচ, 'কারণ আমার মা থাকে নিউইয়র্কে। বোন শিকাগোতে আর বাবা ডেনভারে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ওদের ওখানকার সময় জানতে চাই আমি।'

পরিবারের কথা বলার সময় করুণ শোনাল অ্যাডামের কণ্ঠ। তার বাবা-মা, বোন কেন সবাই আমেরিকার চারদিকে ছড়িয়ে আছেন জানতে চাওয়াটা সমীচীন মনে করল না অ্যাডাম। স্যালিও তাই। সে প্রসঙ্গ ঘোরাল।

'আমি অ্যাডামকে বলছিলাম আমাদের শহর কতটা বিপজ্জনক।' বলল ও। 'কিন্তু আমার কথা ও বিশ্বাস করেনি।'

'লেসলি লেস্টকে মেঘ গ্রাস করে নিতে তুমি দেখেছ?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল ওয়াচকে।

ওয়াচ তাকাল স্যালির দিকে। 'তুমি ওকে কী বলেছ?' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে স্যালি জবাব দিল, 'তুমি আমাকে যা বলেছ তাই।'

মাথা চুলকাল ওয়াচ। ওর চুল পাতলা।

'আমি লেসলিকে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখেছি। এরপর আর কেউ ওকে দেখতে পাইনি। হয়তো বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে ও।'

'কুয়াশা আর মেঘের মধ্যে পার্থক্যটা কী?' বলল স্যালি।

'আকাশ ওকে খেয়ে ফেলেছে এটাই হল আসল কথা। অ্যাই ওয়াচ, তোমার কোনো কাজ আছে, নাকি আমাদের সঙ্গে আর্কেড থেকে ঘুরে আসবে?'

উজ্জ্বল দেখাল ওয়াচের চেহারা। 'আমি বামের ওখানে যাচ্ছিলাম, ও আমাকে সিক্রেট পাথ দেখাবে।'

শিউরে উঠল স্যালি। 'সিক্রেট পাথ দেখতে যেয়ো না। নির্ঘাত মারা পড়বে।'

'তাই নাকি?' বলল ওয়াচ।

'সিক্রেট পাথ কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ওকে বোলো না', বলল স্যালি। 'ও মাত্র এসেছে। ওকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমি চাই না ও মারা যাক।'

'আমার মনে হয় না মারা যাব।' বলল ওয়াচ, 'তবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।'

কৌতূহল বোধ করল অ্যাডাম। সে কখনও অদৃশ্য হয়নি।

'কীভাবে?' জানতে চাইল সে।

ওয়াচ ঘুরল স্যালির দিকে। 'ওকে বলে ফেলো।'

মাথা নাড়ল স্যালি। 'নাহ্, ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। ওর কিছু হয়ে গেলে তার দায়দায়িত্ব কে নেবে?'

'আমার দায়দায়িত্ব তোমাকে কে নিতে বলেছে?' বিরক্ত হল অ্যাডাম। 'আমি নিজেই নিজের দায়দায়িত্ব নিতে পারি।' ঘুরল সে ওয়াচের দিকে। 'পাথটা সম্পর্কে বলো তো। আর বাম কে?'

'বাম হল এ শহরের সবচেয়ে নিষ্কর্মা মানুষ', বলে উঠল স্যালি। 'অবশ্য ডাইনি অ্যান টেম্পলটন ওকে জাদু না করলে ও-ই আজ এ শহরের মেয়র থাকত।'

'তাই নাকি?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল ওয়াচকে।

'বামও শহরের মেয়র ছিল', সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ওয়াচ। 'তবে জাদুর কারণে ও নিষ্কর্মা হয়ে গেছে কি না তা বলতে পারব না। মনে হয় আলসে ছিল বলে ওকে মেয়রের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ও খুবই নিষ্কর্মা মেয়র ছিল।'

'সিক্রেট পাথটা আসলে কী জিনিস?' আবার জানতে চাইল অ্যাডাম।

'আমরা তেমন কিছু জানি না', বলল স্যালি। 'এটা গোপন একটা বিষয়।'

'যা জানো তা-ই বলো।' উত্তেজনা বোধ করছে অ্যাডাম।

'একটা বিশেষ রাস্তার কথা শুনেছি যা এ-শহরেই আছে। এ রাস্তা দিয়ে ভিন্ন এক ডাইমেনশনে পৌঁছা যায়।' বলল ওয়াচ। 'রাস্তাটার খোঁজ করছি বহুদিন ধরে। পাচ্ছি না। তবে বাম বোধহয় এ রাস্তার খবর জানে।'

'কে বলেছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'বাম বলেছে', বলল ওয়াচ।

‘তোমাকে সে তার গোপন রহস্য ফাঁস করবে কেন?’ প্রশ্ন করল স্যালি। ‘আর আজই বা কেন?’

চিন্তিত দেখাল ওয়াচকে। ‘তা বলতে পারব না। গত হপ্তায় ওকে একটা স্যান্ডউইচ খেতে দিয়েছিলাম। হয়তো সেজন্য ধন্যবাদ দিতে চায়।’

‘হয়তো ও তোমাকে খুন করতে চায়।’ ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি।

‘ওকে আমি নষ্ট স্যান্ডউইচ খেতে দিইনি।’

‘তোমরা বললে সিক্রেট পাথ ধরে আরেক ডাইমেনশনে যাওয়া যায়।’ বলল অ্যাডাম। ‘সেটা কী?’

‘ওটা সম্ভবত স্পুক্সভিলের মতো আরেকটা শহর।’

‘কী’! অবাক হল অ্যাডাম। ‘এরকম ডাইমেনশন যে সত্যি আছে প্রমাণ করতে পারবে?’

‘সরাসরি প্রমাণ অবশ্য করতে পারব না’, বলল ওয়াচ। ‘তবে আমাদের মহল্লার এক লোক বোধহয় সিক্রেট পাথ সম্পর্কে জানে।’

‘সে কী বলল?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

‘আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়।’ ঘড়িতে সময় দেখার জন্য একমুহূর্ত বিরতি দিল ওয়াচ। ‘বাম আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি চাইলে আমার সঙ্গে যেতে যেতে পারো।’

‘যেয়ো না, অ্যাডাম’, অনুনয় করল স্যালি। ‘তোমার বয়েস কম। গোটা পৃথিবী তোমার সামনে পড়ে আছে।’

স্যালির মাস্টারনী ধরনের উপদেশে হেসে উঠল অ্যাডাম। সিক্রেট পাথ বা মায়া পথের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করছে সে। যদিও এরকম কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস হয় না ওর।

‘আমার তেমন কাজ নেই’, বলল সে ওয়াচকে।

‘তোমাদের এই গোপন ব্যাপারটা আমি জানতে চাই। চলো, বামের সঙ্গে দেখা করে আসি।’

পাঁচ

স্যালি ওদেরকে যেতে বারবার নিষেধ করল। ভয় দেখাল ওরা ব্ল্যাক হোলের মধ্যে আটকা পড়ে যাবে, আকার হয়ে যাবে পিঁপড়ের মতো। কিন্তু অ্যাডাম এবং ওয়াচ পাত্তা দিল না ওকে।

বামকে জেটির ধারে কংক্রিটের দেয়াল ঘেঁষে বসে থাকতে দেখা গেল। পাখিদের বীজ খাওয়াচ্ছে। এখানে আসার আগে ওয়াচ বামের জন্য একটা টার্কি স্যান্ডউইচ কিনেছে। বাম ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে ওটা হাতে নিয়েই কামড় বসাল। খাওয়া শেষ না-করা পর্যন্ত ওদের দিকে তাকালও না।

বামের পরনে লম্বা, নোংরা ধূসর রঙের কোট। ডাস্টবিন থেকে তুলে এনেছে বোধহয়। মুখে না-কামানো দাড়ি, গালে তেল-ঝুল লেগে আছে। চুলের রঙ গাড়ির ব্যবহার হওয়া তেলের মতো। ওকে দেখে ষাট মনে হলেও দাড়িটাড়ি কামালে, ভালো পোশাক পরলে কুড়ি বছর কমে যাবে বয়স। রোগা-পাতলা বাম, তবে চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং সতর্ক। ওকে দেখে মাতাল মনে হয় না। মনে হয় অনাহারী, ক্ষুধার্ত একজন মানুষ।

খাওয়া শেষ করে অ্যাডামকে আপাদমস্তক দেখল বাম।

'তুমি শহরে নতুন এসেছ', অবশেষে বলল সে। 'তোমার কথা শুনেছি আমি।'

'তাই নাকি?' বলল অ্যাডাম। 'আমার কথা কে বলল আপনাকে?'

'আমি আমার সোর্সের কথা কখনও ফাঁস করি না।' জবাব দিল বাম। ওকে ঘিরে থাকা পাখিগুলোর দিকে স্যান্ডউইচের শেষ টুকরোটা ছুড়ে দিল। 'তোমার নাম অ্যাডাম। তুমি কানসাস সিটি থেকে এসেছ।'

‘ঠিক বলেছেন, স্যার’, বলল অ্যাডাম।

হে হে করে হাসল বাম। ‘আমাকে এখন আর কেউ স্যার বলে সম্বোধন করে না, খোকা। অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বাম— এটা আমার নতুন নাম। আমাকে এ নামেই ডেকো। আর তুমি বললেও মাইন্ড করব না।’

‘তুমি সত্যি এ শহরের মেয়র ছিলে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

সাগরের দিকে চোখ ফেরাল বাম। ‘হ্যাঁ। তবে সে অনেক আগের কথা। তখন আমি বয়সে তরুণ। নিজেকে হোমড়াচোমড়া ভাবতাম।’ মাথা নাড়ল সে। ‘তবে আমি ছিলাম নিষ্কর্মা মেয়র।’

‘সে কথা বলেছি আমি ওকে।’ বলল ওয়াচ।

বাম খিকখিক হাসল। ‘তা তো বলবেই। তা ওয়াচ, তোমার কী চাই? সিক্রেট পাথের গোপন রহস্য, তাই না? এ রহস্য জানার যোগ্যতা অর্জন করেছ কি?’

‘এ জন্য কী কী যোগ্যতার দরকার?’ জানতে চাইল ওয়াচ।

বাম ওদেরকে কাছে আসতে বলল। গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, ‘তোমাকে অকুতোভয় হতে হবে। সিক্রেট পাথ দিয়ে হাঁটার সময় অন্য কোনো শহরে ঢুকে পড়লে তখন সবচেয়ে যে-জিনিসটার প্রয়োজন হবে তা হল ভয়কে জয় করা। ভয় পেলে মারাও যেতে পারো তুমি। তবে যদি ভয় না পাও, সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তাভাবনা করতে পারো, মায়া পথ পার হয়ে ফিরে আসতে পারবে তুমি।’

দম বন্ধ করে জানতে চাইল অ্যাডাম, ‘তুমি কখনও সিক্রেট পাথে গিয়েছ?’

নিজেকে শুনিয়েই যেন খানিক হেসে নিল বাম। ‘বহুবার, খোকা। ডানে-বামে সব দিক থেকে গিয়েছি। আমার কথার মানে আশা করি বুঝতে পেরেছ।’

‘পারিনি’, সরল গলায় স্বীকার করল অ্যাডাম।

‘সিক্রেট পাথ সবসময় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।’ বলল বাম। ‘পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করবে তোমার ওপর। ভয় পেলে চলে

যাবে ভয়ের দেশে আর আতঙ্কিত হয়ে উঠলে প্রবেশ করবে আতঙ্কের রাজ্যে।'

'দারুণ'! বলল ওয়াচ।

'দারুণ', ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি। 'কে আতঙ্কিত হতে চায়? চলো, অ্যাডাম। কেটে পড়ি। আমাদের কেউই ওখানে যাওয়ার যোগ্য নই। কারণ আমরা সবাই ভিতুর ডিম।'

'তুমি ভিতুর ডিম হতে পারো, আমি নই', বলল অ্যাডাম। ব্যাপারটার প্রতি আরও বেশি কৌতূহল জাগছে ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ওই রাস্তা ধরে সুন্দর কোনো জায়গায় যাওয়া যায় না?'

'যাওয়া যায়', বলল বাম। 'তবে যাওয়া খুব কঠিন। ভালোমানুষরাই শুধু যেতে পারে। বেশিরভাগ টোয়াইলাইট জোনে আটকা পড়ে যায়। আর ফিরে আসে না।'

'ফিরে না-এলেই ভালো।' বলল ওয়াচ। 'টোয়াইলাইট জোন সিরিজটা আমি দেখেছি। খুব ভালো সিরিজ। ওখানে কী করে যাব বলে দাও না!'

বাম ওদেরকে পালা করে দেখছে। ঠোঁটে হাসি থাকলেও তা চোখ স্পর্শ করছে না। লোকটাকে অ্যাডামের ভালোই লেগেছে। তবে জানে না মানুষটা ভালো কি না। অ্যান টেম্পলটনের কথা মনে পড়ে গেল ওর :

বড়দেরও কেউ কেউ এ শহরের আসল নাম জানে। আরেকজনের সঙ্গে আজ তোমার দেখা হবে। সে তোমাকে এমন কিছু বলবে যা হয়তো তুমি শুনতে চাইবে না। তবে শোনা না-শোনা তোমার ইচ্ছে। তোমাকে সাবধান করে দিলাম। কারণ আজ তুমি আমার একটা উপকার করেছ।

'তোমাদের যদি রাস্তা বাতলে দিই', বলল বাম। 'তাহলে কসম খেতে হবে একথা কাউকে বলবে না।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি। 'আমি কিন্তু একবারও সিক্রেট পাথের গোপন রহস্য জানতে চাইনি।' সে কানে হাত চাপা দিল। এটা এমনিতেই অনেক ঝামেলার শহর। আমি নতুন কোনো ঝামেলায় মধ্যে জড়াতে চাই না। খিকখিক হাসল বাম। 'আমি তো তোমাকে চিনি,

স্যালি। ওদের চেয়ে কৌতূহল তোমার বেশি। সিক্রেট পাথের রহস্য জানার জন্য তুমি মুখিয়ে আছ।'

কান থেকে হাত নামাল স্যালি। 'কখনো না।'

'আমি তোমাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরঘুর করতে দেখেছি।' বলল ওয়াচ।

'এজন্য ঘুরঘুর করেছি যে রাস্তাটার সন্ধান পেলে ওখানে যাতে কেউ যেতে না পারে সেজন্য পথটা বন্ধ করে দেব।' জবাবটা যেন ঠোঁটের ডগায় ছিল স্যালির।

'মায়া পথ বন্ধ করা যায় না।' বলল বাম। ওকে এখন সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'এটা বহু পুরোনো একটা রাস্তা। এ শহরে তৈরি হবার আগে থেকে মায়া পথের অস্তিত্ব ছিল। এ শহর ধুলায় মিলিয়ে যাওয়ার পরেও টিকে থাকবে সিক্রেট পাথ। তোমরা ও-রাস্তায় যদি সত্যি যেতে চাও তাহলে আগেই একটা কথা বলে রাখি, ওখান থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। রাস্তাটা বিপজ্জনক, তবে ভয় না পেলে এর বিনিময়ে যা পাবে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

'গুপ্তধন পাব?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। আরও বেশি উত্তেজনা বোধ করছে।

বাম তার চোখে চোখ রাখল।

'এমন ধনদৌলত পাবে যা স্বপ্নেও দেখনি', বলল সে।

চেহারা উজ্জ্বল দেখাল স্যালির। 'তাহলে বেশ হয়। মনের সুখে টাকা খরচ করা যাবে।'

হাসির দমকে মাথা পেছন দিকে হেলে গেল বামের।

'তোমরা তিনজনে মিলে দুর্দান্ত একটা দল হবে তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে গোপন কথাটা বলব আমি তোমাদেরকে। তবে তার আগে কসম খাও একথা কাউকে বলবে না।'

'কসম খাচ্ছি।' একসঙ্গে বলে উঠল তিনজন।

'বেশ', বাম ইশারা করল ওদেরকে আরও কাছে আসতে। ফিসফিস করে বলল। 'ডাইনিটার জীবনের পিছু নাও, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ

করো। মনে রেখো ওরা যখন তাকে কবরে নিয়ে গিয়েছিল, উল্টো করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা তাকে উল্টো করে কবর দিয়েছে। সব ডাইনিকেই এভাবে কবর দেয়া হয়। কারণ আগুনে পোড়াতে ওদের খুব ভয়।'

অ্যাডাম একথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না।

'মানে কী এর?' জানতে চাইল ও।

বাম আর কিছু বলল না। মাথা নাড়ল সে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাখিদের খাওয়াতে।

'এটা একটা ধাঁধা', অবশেষে বলল সে। 'এ ধাঁধার সমাধান তোমাদেরকেই করতে হবে।'

ছয়

'বেশ', বলল স্যালি। অ্যাডামদের বাড়ির দিকে হাঁটছে ওরা। 'বিরাট এক রহস্যের কথা বলে আমাদেরকে উত্তেজিত করে তুলে শেষে এরকম ফক্কা দিল? একটা ফালতু ধাঁধার কথা বলল?'

'তুমি উত্তেজিত হয়েছিলে নাকি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তুমি তো সিক্রেট পাথ দেখতেই চাওনি।'

'আমি মানুষ', বলল স্যালি। 'আর মানুষের মন বদলাতেই পারে।' আড়চোখে তাকাল ওয়াচের দিকে। বামের ওখান থেকে আসার পর থেকে সে নিশ্চুপ।

'তুমি হতাশ হওনি?'

'এখনও না', বলল ওয়াচ।

স্যালি প্রশ্ন করল, 'তুমি নিশ্চয় ধাঁধা-রহস্য বের করতে চাইবে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'অবশ্যই চাইব।'

'কিন্তু এটা তো একটা অর্থহীন ধাঁধা।' বলল স্যালি।

'যে ডাইনি এ শহর প্রতিষ্ঠা করে গেছে আমরা তার জীবন অনুসরণ করব কীভাবে? সে মারা গেছে প্রায় দুশো বছর আগে। আর একথার মানেই বা কী? জীবনের তো আর পা নেই যে মাটিতে হেঁটে বেড়াবে। রাস্তার মতো ওটার পেছন পেছন যেতে পারো না তুমি।'

'ধাঁধার এ-অংশটা সহজ', বলল ওয়াচ। তাকাল অ্যাডামের দিকে। 'তুমি মানেটা ধরতে পেরেছ?'

বাম ধাঁধা বলার পর থেকে ওটার রহস্যভেদের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাডাম। কিন্তু কোনো মন্তব্য করেনি, কারণ বেফাঁস কিছু বলে ফেলে বোকা বনতে চায় না। ওয়াচ নিঃসন্দেহে ওদের দলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে। সে নরম গলায় ওয়াচের প্রশ্নের জবাব দিল।

'আমার ধারণা ডাইনির জীবন অনুসরণ করতে বলা হয়েছে মানে সে বেঁচে থাকতে কোথায় গিয়েছিল তা জানতে হবে।'

'হাস্যকর কথা।' মন্তব্য করল স্যালি।

'অ্যাডাম ঠিকই বলেছে', বলল ওয়াচ। 'এর এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। ডাইনি কোথায় গিয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষত্ব কী আছে— এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'হয়তো জায়গাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়', বলল অ্যাডাম।

'হয়তো সিক্রেট পাথ বা মায়া পথটা ঠিক আমাদের সামনেই, কমবিনেশন লক্-এর নাম্বারের মতো হয়তো ব্যাপারটা। শুধু ঠিকভাবে নাম্বার বা সংখ্যাগুলো ঘোরাতে হবে। তখন খুলে যাবে তালা।'

অবাক-চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল স্যালি।

'তোমাদের মাথায় অনেক বুদ্ধি তো! তোমরা দুজনেই নিজেদেরকে শার্লক হোমস ভাবছ। বাম তোমাদেরকে ধাঁধা বলে বোকা বানিয়েছে। সে চাইছে তোমরা তাকে আরেকটা স্যান্ডউইচ কিনে দেবে এবং সে তোমাদেরকে আরেকটা ধাঁধা বলবে। এভাবে সারা সামার কাটিয়ে দেয়ার মতলব করেছে লোকটা।'

স্যালির কথা কানে তুলল না ওয়াচ। 'তুমি ঠিকই বলেছ, অ্যাডাম', বলল সে খুশি-খুশি গলায়। 'রাস্তাটা হয়তো আমাদের সামনেই আছে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই সবচেয়ে জরুরি— সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমে কোথায় যাবে, তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়। আগে প্রথম জায়গাটাকে নিয়ে ভাবি। মেডেলিন টেম্পলটনের জন্ম কোথায়?'

'আমি জানি না', বলল অ্যাডাম। 'আজ সকালের আগে এ মহিলার নামও শুনিনি।'

ওয়াচ তাকাল স্যালির দিকে। 'তুমি জানো মহিলার জন্ম কোথায়?'

বিরক্তি প্রকাশ করেই চলেছে স্যালি। 'এসবের কোনো মানে হয় না। বলল সে। বিরতি দিল। তারপর বলল, 'সাগর সৈকতে।'

'তুমি কী করে জানলে?' বিস্মিত ওয়াচ।

'মেডেলিন টেম্পলটনের জন্ম নিয়ে গল্প আছে, তাকে এক ঝড়ের রাতে একঝাঁক সিগাল পৃথিবীতে নিয়ে আসে।' ব্যাখ্যা করল স্যালি।

'মহিলা নাকি আকাশ থেকে এসেছে।' মুখ বাঁকাল ও। 'একথা বিশ্বাস হয়!'

'তুমি তো সবকিছুই বিশ্বাস করো।' বলল অ্যাডাম।

'অপ্রাকৃত জন্মে আমার বিশ্বাস নেই', প্রতিবাদ করল স্যালি।

'গল্পটা সত্যিও হতে পারে।' বলল ওয়াচ। 'মহিলার জন্মস্থান ঠিক থাকলেই হল। তাকে পাখি না তার মা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে সেটা মুখ্য নয়। লোকেশন ঠিক থাকলে সিক্রেট পাথের প্রথম জায়গার সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি বলে দাবি করতে পারি।'

'এরপরে মহিলা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আমরা তা জানব কী করে?'

'মহিলা কী করেছে তা বিস্তারিত জানা হয়তো সম্ভব হবে না।' বলল ওয়াচ। 'সে কী কী করেছে তা জানা হবে। মেডেলিন টেম্পলটন সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। শুনেছি পাঁচ বছর বয়সে সে নাকি ডার্বি গাছের কোটরে বসে থাকত এবং গাছের পাতাগুলো লাল করে দিয়েছিল।'

'একটা বাচ্চা গাছ বাইবে কী করে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'সে কোনো সাধারণ বাচ্চা ছিল না।' বলল স্যালি।

'আর গাছটাও কোনো সাধারণ গাছ নয়। গাছটা এখনও বেঁচে আছে। বুড়ো একটা ওক, ডালগুলো ডাইনির থাবার বাঁকানো নখের মতো। সারাবছরই এ গাছের পাতার রঙ লাল থাকে। যেন রক্তে চোবানো। গাছের মধ্যে বড় একটা গর্ত আছে। ওর ভেতরে তুমি বসতেও পারবে। কিন্তু কোটরে ঢুকলে তোমার মাথা তালগোল পাকিয়ে যাবে।'

'আমি কোটরে বসেছি', বলল ওয়াচ। 'কই, আমার মাথা তো তালগোল পাকাল না।'

'ঠিক বলছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'এরপরে সে কী করল?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

ওয়াচ পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। 'চলো, ওই গাছটা দেখে আসি। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

সাত

যেভাবে বর্ণনা করেছিল স্যালি, গাছটা ঠিক সেরকম অদ্ভুত। খোলা একটা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। যেন অসংখ্য রক্তাক্ত যুদ্ধের সাক্ষী। পাতাগুলো রক্তলাল। ডালগুলো নুয়ে আছে মাটিতে, কেউ দৌড়াতে গেলে নির্ঘাত পা বেঁধে পড়ে যাবে। গাছটার একপাশে বড়সড় একটা কোটর দেখতে পেল অ্যাডাম। ক্ষুধার্ত একটা গর্ত যেন। গর্তের কিনারাগুলো ধারালো দাঁতের মতো।

'আমি একটা বাচ্চার কথা শুনেছি সে ওই কোটরে ঢুকে বেরিয়ে আসার পর তার জিভ সাপের মতো হয়ে গিয়েছিল', বলল স্যালি। 'সাপের মতো চেরা জিভ।'

'আমি এ গাছে ঢুকে প্রমাণ করে দেখাব এর মধ্যে বিপজ্জনক কোনো ব্যাপার নেই।' বলল ওয়াচ।

'তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পরে তোমাকে কী করে বিশ্বাস করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'তুমি আর মানুষ নাও থাকতে পারো।'

'আহ্ কী বাজে বকছ!' মন্তব্য করল অ্যাডাম। যদিও মনে-মনে খুশি ওয়াচ আগে গাছের গর্তে ঢুকবে বলে। রক্তের মতো লাল টকটকে পাতাঅলা গাছটার মধ্যে সত্যি গা-ছমছমে একটা ব্যাপার আছে।

স্যালি আর অ্যাডাম দেখল ওয়াচ গাছে উঠছে, কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এক মিনিট চলে গেল। ওয়াচের কোনো খবর নেই।

'ও বেরুচ্ছে না কেন?' অবাক হল অ্যাডাম।

'গাছটা বোধহয় ওকে হজম করে ফেলেছে', বলল স্যালি।

'এটার নাম ডার্বি ট্রি কেন?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'বুড়ো ডার্বি একবার গাছটাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল', ব্যাখ্যা করল স্যালি। 'আমার তখন পাঁচ বছর বয়স। যদিও ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। তার একটা বাচ্চা গাছের কোটরে ঢুকে আর বেরিয়ে আসতে পারে নি। এজন্য গাছটাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছিল বুড়ো। সে একদিন সকালে বিরাট একটা কুড়োল নিয়ে এসে কোপ মারে গাছে কিন্তু কোপ গাছের গায়ে লাগেনি, মিস হয়ে তার পায়ে লাগে। একটা পা দু-খণ্ড হয়ে যায় বুড়োর। ডার্বির সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হলে দেখবে সে কাঠের পা লাগিয়ে হাঁটছে। বাচ্চারা সবাই তাকে 'মি. রণ-পা' বলে ডাকে। তোমাকে সে বলবে গাছটা একটা শয়তান।'

'ওয়াচ এখন ফিরলেই বাঁচি', বলল অ্যাডাম। মুখের পাশে দুহাত জড়ো করে হাঁক ছাড়ল, 'ওয়াচ।'

জবাব দিল না ওয়াচ। চলে গেল আরও পাঁচ মিনিট। অ্যাডাম গাছের কোটরে ঢুকে পড়বে কিনা ভাবছে এমন সময় তার বন্ধু উঁকি দিল গাছের গর্ত দিয়ে। কোটর থেকে হাঁচড়েপাচড়ে বেরিয়ে এল। এমনভাবে ওদের দিকে হেঁটে এল যেন কিছুই হয়নি।

'এতক্ষণ ওখানে কী করছিলে?' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি।

'এতক্ষণ মানে!' অনেকগুলো ঘড়ির একটার দিকে চোখ রেখে বলল ওয়াচ।' আমি তো মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য ভেতরে গেছি।'

'ওখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টা তুমি ছিলে', বলল স্যালি।

'প্রায় পঞ্চাশ মিনিট', ওকে শুধরে দিল অ্যাডাম।

মাথা চুলকাল ওয়াচ। 'অদ্ভুত তো! আমি টেরই পাইনি এতক্ষণ ওখানে ছিলাম।'

'আমাদের ডাক শুনতে পাওনি?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'না', জবাব দিল ওয়াচ। 'গাছের ভেতরে কোনো কিছু শোনার জো নেই।' বিরতি দিল সে। 'এরপর কে যাবে?'

'আমি', বলল অ্যাডাম।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' স্যালি বলল ওয়াচকে। 'আমরা কী করে জানব তুমি সত্যি আমাদের ওয়াচ। একটুও বদলে যাওনি?'

'আমি তো ঠিকই আছি', বলল ওয়াচ।

'তুমি বদলে গেলেও নিজে তা টের পাবে না', বলল স্যালি। 'তোমার মস্তিষ্ক ঠিক আছে কি না জানার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করব। স্পুক্সভিলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি কে?'

'তুমি?' বলল ওয়াচ।

'আর স্পুক্সভিলের শ্রেষ্ঠ কবি কে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'তুমি।' জবাব দিল ওয়াচ।

'তুমি কবিতা লেখ নাকি?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'লিখি। তবে সেগুলো কবিতা নামের অখাদ্য', বলল স্যালি। 'বুঝেছি ওর মাথাটা বিগড়ে গেছে।'

'মাথা যদি বিগড়ে যায়ই তাহলে তা অনেক আগেই গেছে', বলল ওয়াচ। 'অ্যাডাম তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো। এরপর ধাঁধার পরের অংশে যেতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে', বলল অ্যাডাম। ধীরপায়ে হেঁটে গেল গাছের দিকে। দমকা একটা হাওয়া বইল ঠিক তখন, বাতাসে কেঁপে উঠল লাল পাতা। যেন অ্যাডামকে এগিয়ে আসতে দেখে উত্তেজিত। অ্যাডামের বুক ধড়ফড় করছে। গাছটার মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা নিশ্চয় আছে। হয়তো সে যখন গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে দেখবে তার বাবা-মার মতো বুড়ো হয়ে গেছে ওয়াচ এবং স্যালি। হয়তো সে বেরিয়ে আসতে পারবে কিন্তু তাকে থাকতে হবে গাছের একটা অংশ হয়ে।

দশ মিনিট আগে যেরকম মনে হয়েছিল গর্তটা তার চেয়ে অনেক ছোট। ওকে দ্রুত এর মধ্যে ঢুকতে এবং বেরুতে হবে। ইতস্তত করল ও। গাছের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে। হতে পারে রক্তের গন্ধ? অ্যাডাম বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। জবাবে ওরাও হাত নাড়ল। তবে অনেকক্ষণ পরে। অদ্ভুত ব্যাপার তো!

'কাজটা আমাকে করতেই হবে', ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল অ্যাডাম। 'গাছের কোটরে ঢুকতে না পারলে স্যালি আমাকে কাপুরুষ ভাববে।'

বুকে সাহস বেঁধে অ্যাডাম মাথা গলিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। তারপর গোটা শরীর। কোটরের মধ্যে ঘুরতেও পারল ও, যদিও মাথাটা নিচু করে রাখতে হচ্ছে।

কুঁজো হয়ে দাঁড়াল ও, তাকাল বাইরে। অবাক হয়ে দেখল বাইরের সবকিছু কেমন বর্ণহীন হয়ে গেছে। যেন সাদা-কালো সিনেমা দেখছে। ওয়াচ যা বলেছিল, গাছের ভেতরে কোনো শব্দ নেই। শুধু নিজের নিশ্বাস আর বুকের ধুকপুক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অ্যাডাম। যেন গাছটাও শুনছে এ শব্দ। ওর ভয় লাগল।

'এখান থেকে বেরুতে হবে', নিজেকে কথাটা শোনাল অ্যাডাম। শরীর দুমড়ে মুচড়ে বেরুবার চেষ্টা করল। পারল না। সন্দেহ নেই গর্তটা আরও ছোট হয়ে গেছে। শরীর অর্ধেক বের করার পর অ্যাডাম বুঝতে পারল পেট ভেতরের দিকে আটকে গেছে। হাঁসফাঁস করছে অ্যাডাম, চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল। গলা থেকে আওয়াজ বেরুল না। গাছটা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে, চাপ বাড়ছে। ওকে দু'টুকরো করে ফেলবে। 'বাঁচাও!' কাতরে উঠল অ্যাডাম। স্যালি আর ওয়াচ এক ছুটে চলে এল। ওয়াচ চেপে ধরল ওর হাত, স্যালি টান দিল চুল ধরে। কিন্তু কোটরের ফাঁকে আটকেই থাকল অ্যাডাম। শরীরের দুপাশে অসহ্য ব্যথা-যেন ছিঁড়ে যাবে। 'মাগো!' গুঙিয়ে উঠল ও।

স্যালি পাগলের মতো অ্যাডামের চুল ধরে টানছে। 'কিছু একটা করো, ওয়াচ।' চেঁচাল ও। 'গাছটা ওর পা খেয়ে ফেলছে।'

'পা খাচ্ছে না', বলল অ্যাডাম। 'আমাকে দু'টুকরো করে ফেলছে।'

'মৃত্যুপথযাত্রীর এভাবে বকবক করতে নেই', বলল স্যালি।

'ওয়াচ।'

'আমি জানি কী করতে হবে', বলল ওয়াচ। ছেড়ে দিল অ্যাডামের হাত। একটা বিক লাইটার বের করল পকেট থেকে। মাটির ওপর নুয়ে থাকা একটা গাছের শাখার দিকে দৌড়ে গেল। লাইটার জ্বালল ওয়াচ, বড় এবং কুৎসিত দেখতে একটা ডালের গায়ে ঠেসে ধরল আগুনের শিখা। হুলের খোঁচা খাওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া দেখাল গাছটা। ডালটা সাঁৎ

করে সরে গেল পেছনদিকে, পাতাগুলো প্রায় বাড়ি মারছিল ওয়াচকে। অ্যাডাম টের পেল নাগপাশের বন্ধন খানিকটা ঢিলে হয়েছে।

'আমাকে টেনে বের করো।' চেঁচিয়ে বলল সে ওদেরকে।

ওয়াচ দৌড়ে এল অ্যাডামের কাছে। স্যালি আর সে মিলে কোটর থেকে বের করে আনল ওকে। অ্যাডাম টানের চোটে ধপাশ করে শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়ল। ছিলে গেল গাল। তবে ব্যথাটা গায়ে মাখল না ও। ভয়ানক বিপদটার হাত থেকে যে রক্ষা পেয়েছে তাই ঢের। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ও। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল গাছটার সামনে থেকে। স্যালি আর ওয়াচ হাত ধরে টেনে তুলল। অ্যাডাম লক্ষ্য করল গাছটার গায়ে গর্তটর্ত কিছু নেই। সব ভ্যানিশ।

'এবার বুঝতে পারলে তো বুড়ো ডার্বি কেন গাছটাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল', হাঁপাচ্ছে স্যালি।

'হুঁ', হাঁপাচ্ছে অ্যাডামও। সাবধানে পাঁজরের হাড় ছুঁয়ে দেখল দু-একটা ভেঙে টেঙে গেছে কি না। হঠাৎই সিক্রেট পাথের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ও। 'তোমার ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই', বলল সে স্যালিকে।

'হয়তো গাছে চড়াটা আমাদের দরকার ছিল', বলল ওয়াচ। 'এসে ভালোই করেছি।'

'কিন্তু আমার এসব ভাল্লাগছে না', বলল স্যালি। 'সিক্রেট পাথটা খুবই বিপজ্জনক। ছাড়ো এসব।'

'এখনই ছাড়া যাবে না', বলল ওয়াচ। 'আরেকটু দেখব। আমি জানি এরপর কী করতে হবে। তবে তা বিপজ্জনক নাও হতে পারে।' গাছটার দিকে তাকাল সে। 'আশা করি।'

আট

মেডেলিন টেম্পলটনকে নিয়ে আরও অদ্ভুত সব গল্প আছে। হাঁটতে হাঁটতে সেরকম কয়েকটা গল্প শোনাল ওয়াচ। মেডেলিন নাকি ষোলো বছর বয়সে স্পুক্সভিলের পাহাড়ের সবচেয়ে বড় গুহাগুলোর একটিতে ঢুকে সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছে।

'নখ দিয়ে খামচে সিংহটাকে মেরে ফেলে সে', বলল ওয়াচ। 'বড় বড় নখ ছিল তার হাতে।'

'শুনেছি নখের ডগায় নাকি বিষ মাখিয়ে রাখত মেডেলিন', বলল স্যালি।

'আমরা কি এখন সেই গুহায় যাচ্ছি?' নিরুৎসাহিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল অ্যাডাম। উল্টোপাল্টা জায়গায় যেতে এখন ভয় লাগছে।

'হ্যাঁ', বলল ওয়াচ। 'আমি আগেও একবার ওই গুহায় গিয়েছি। তবে কোনো সমস্যা হয়নি।'

'তুমি তো গাছের কোটরেও আগে একবার ঢুকেছ। কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি', ওকে মনে করিয়ে দিল স্যালি।

'আমরা এবার একসঙ্গে গুহায় ঢুকব', বলল ওয়াচ। 'সমস্যা হবে না।'

'ধরো গুহায় নিরাপদেই ঢুকলাম এবং কোনো বিপদ হল না তাতে কি সিক্রেট পাথের ধাঁধার রহস্যের সমাধান হবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'আমি এই বিশ্রী শহরটার সব জায়গায় টহল দিয়ে শরীরের শক্তি ক্ষয় করতে চাই না।'

ওয়াচ মাথা ঝাঁকাল। 'মেডেলিনের জীবদ্দশায় কী কী বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল মনে পড়েছে আমার। গুহা দেখে তারপর আমরা গির্জায় যাব।'

'গির্জা কেন?' প্রশ্ন করল স্যালি। 'মেডেলিনের সময় গির্জা তো তৈরিই হয়নি।'

'তা অবশ্য হয়নি', সায় দিল ওয়াচ। 'তবে মেডেলিন যেখানে বিয়ে করেছিল ওই জায়গায় গড়ে উঠেছে গির্জা। তখন তার বয়স আটাশ। তার জীবনের দ্বিতীয় বিশেষ ঘটনা ছিল বিয়ে। গির্জা শেষে যাব রিজারভয়ারে বা বড় পুকুরটাতে।'

'রিজারভয়ারে কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ওখানে মেডেলিন তার স্বামীকে চুবিয়ে মারে', বলল স্যালি।

'তেমনটাই শোনা যায়', যোগ করল ওয়াচ।

'লোকে বলে সে তার স্বামীর পায়ে ভারী পাথর বেঁধে নৌকা থেকে ধাক্কা মেরে রিজারভয়ারের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিল।'

'কেন?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'মেডেলিনের সন্দেহ ছিল, তার স্বামী আরেক মহিলার প্রতি অনুরক্ত', বলল স্যালি। 'কিন্তু পরে প্রমাণ হয় ভুল ভেবেছিল সে। তবে ভুলটা ধরা পড়ে ওই মহিলাকে জ্যান্ত কবর দেয়ার পরে।'

'সাংঘাতিক ঘটনা তো!' মন্তব্য করল অ্যাডাম।

'রিজারভয়ার দেখে আমরা যাব সাগরসৈকতে।' বলল ওয়াচ। 'ওখানে লোকে মেডেলিনকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।'

'পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল মানে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'মেডেলিনকে চিতায় ওঠানোর পরে কাঠের পাঁজায় আগুন ধরানোর চেষ্টা করলেও তা জ্বলেনি।' বলল স্যালি।

'পাঁজা থেকে সাপ বেরিয়ে এসে মেডেলিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল যে বিচারক তাকে কামড়ে মেরে ফেলে। এ গল্প তুমি অ্যান টেম্পলটনের কাছেও শুনতে পাবে তার বাড়ি গেলে।'

'সাগরসৈকতের পরে আমরা যাব গোরস্থানে', বলল ওয়াচ।

স্যালি বাধা দিল ওকে। 'ওখানে যাবার দরকার নেই। ওখানে মরা মানুষ থাকে। জ্যান্ত মানুষ ওখানে গেলে মরে যায়।'

'মেডেলিনকে গোরস্থানে কবর দেয়া হয়', বলল ওয়াচ।

'সিক্রেট পাথের শেষ মাথায় পৌঁছুতে হলে অবশ্যই মেডেলিনের মৃত্যু যেখানে হয়েছিল সেখানে আমাদের যেতে হবে। বাম পরিষ্কার একথা বলে দিয়েছে।'

'বাম পরিষ্কার করে কিছুই বলেনি', বলল স্যালি।

'আগে গোরস্থানে যাই তারপর দুশ্চিন্তা কোরো', বলল ওয়াচ।

'হ্যাঁ', বিদ্রূপ করল স্যালি। 'তারপর গোরস্থানের জন্য প্রস্তুত হব আমরা। ওখানে গেলে মরেও যেতে পারি।'

স্পুক্সভিলের দিকে মুখ করে থাকা বড় গুহাগুলোর একটাতে পৌঁছে গেল ওরা। অ্যাডাম হাঁপিয়ে গেছে। নিশ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। খিদেও পেয়েছে। বাইরে থেকে গুহাটাকে ভীতিকর কিছু মনে হচ্ছে না। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। ভেতরে ঢুকতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু ভেতরে ঢোকা মাত্র অ্যাডামের মনে হল ধপ করে নেমে গেছে তাপমাত্রা। ওয়াচকে জিজ্ঞেস করল কারণ।

'এসব গুহার নিচ দিয়ে নদী বইছে', ব্যাখ্যা করল ওয়াচ।

'নদীর পানি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কান পাতো, পানির খলবল আওয়াজ শুনতে পাবে।'

অ্যাডাম গুহার দেয়ালে কান পাতল। স্রোত বয়ে চলার খলবল আওয়াজ শুধু নয়, কেমন একটা গোঙানির শব্দও শুনতে পেল। 'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল ও অন্যদেরকে।

'ভূত', বলল স্যালি।

'ভূত বলে কিছু নেই', মুখ বাঁকাল অ্যাডাম।

'মি. বাস্তববাদীর কথা শোনো', ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি। 'ওকে একঘণ্টা আগে একটা গাছ প্রায় খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিল তবু সে ভূত বিশ্বাস করে না।' ওয়াচের দিকে ফিরল। 'আমাদের কর্তব্য পালন করেছি— এখানে এসেছি। আর থাকার দরকার নেই। চলো।' ওর কথায় সায় দিল ওয়াচ। নিরাপদেই বেরিয়ে এল গুহা থেকে। এগোল গির্জার দিকে। স্যালি রিজারভয়ারে যেতে চাইল আগে। কারণ যাওয়ার পথে ওটা পড়ে। কিন্তু ওয়াচ আগে গির্জায় যাবে।

গির্জাটা তেমন ভীতিকর কিছু না। যদিও ওরা ভেতরে পা রাখামাত্র গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল এবং ওরা বেরিয়ে না-আসা পর্যন্ত বাজতেই থাকল। স্যালির মনে হল ঘণ্টাটা যেন ওদেরকে ফিরে যেতে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।

রিজারভয়ারটা দেখেই গা শিউরে উঠল অ্যাডামের। প্রকাণ্ড একটা পুকুর বা দীঘি এটা। পানির রঙ ধূসর। শহরের খাবার জল এখান থেকে সরবরাহ করা হয় শুনে মোটেই খুশি হতে পারল না অ্যাডাম। সেই গাছের কোটরের মতো পরিবেশ এখানে, অস্বাভাবিক নীরব। ওরা কথা বলল, যেন শব্দগুলো গিলে ফেলল বাতাস। স্যালি জোরে জোরে বলল, 'এ পানির নিচে কত মানুষের লাশ শুয়ে আছে কে জানে।'

'আমি জানি না', বলল ওয়াচ। 'তবে জানি রিজারভয়ারে কোনো মাছ বেঁচে থাকতে পারে না।'

'মরে যায়?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ', বলল ওয়াচ। 'তীরে লাফিয়ে উঠে মরে যায়।'

'এখানে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।' বলল স্যালি।

'কানসাস সিটিতে অবশ্য এরকম কোনো সমস্যা নেই', বলল অ্যাডাম।

সৈকতে ফিরে এল ওরা। দুপুর গড়িয়ে গেছে। অ্যাডামের এখন বাড়ি ফেরা দরকার। নইলে বাবা-মা চিন্তা করবেন। কিন্তু ওয়াচ চায় না অ্যাডাম চলে যাক।

'মাঝপথে এভাবে চলে গেলে কী করে হবে', বলল ওয়াচ। 'আবার হয়তো নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে।'

বামকে সৈকতে দেখা গেল না। ক্রুদ্ধ জনতা দুশো বছর আগে ঠিক কোথায় মেডেলিনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল সে-জায়গাটার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারল না ওয়াচ। তবে ওর ধারণা জেটির ধারে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কারণ ওখানে সাগর থেকে ভেসে আসা কাঠ তীরে জমা হয়ে পড়ে থাকে।

‘শহরের লোকগুলো ছিল বেজায় অলস’, বলল ওয়াচ। ‘কাউকে পুড়িয়ে মারতে চাইলে ওদেরকে আর কাঠ খুঁজতে অন্য কোথাও যেতে হত না। জেটির ধারেই পেয়ে যেত।’

জেটি বা জাহাজঘাটের চেহারাও কম ভৌতিক নয়। তবে অ্যাডাম ভাবছে গোরস্থান নিয়ে। অ্যাডাম গোরস্থানটানে যেতে একদমই পছন্দ করে না। ওর ধারণা স্পুক্সভিলের কবরস্থান সাধারণ গোরস্থানের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর হবে। ওদিকে যেতে যেতে স্যালি মনের অস্বস্তি প্রকাশ করে ফেলল।

‘স্পুক্সভিলে অনেককে আধমরা অবস্থাতেও কবর দেয়া হয়েছে’, জানাল সে। ‘স্থানীয় গোরখোদক লোকটা আছে ব্যবসার ধান্ধায়। তোমার যদি খুব ঠাণ্ডা লেগে যায় সে তোমাকে তার শোরুমে যেতে বলবে কফিন তোলার জন্য। যাতে কফিন তোলার সময় শ্বাসকষ্ট উঠে তুমি মারা যাও।’

‘কোনো গোরখোদক এমন নিষ্ঠুর হতে পারে বিশ্বাস হয় না আমার’, বলল অ্যাডাম।

‘গোরস্থানে যাওয়ার সময় আমি মাটির নিচে নখ দিয়ে আঁচড় কাটার শব্দ শুনেছি।’ বলল ওয়াচ। ‘হয়তো কোনো কোনো লোককে জ্যান্ত অবস্থায় কবর দেয়া হয়েছে।’

‘ব্যাপারটা ভয়ংকর’, আতঙ্ক বোধ করল অ্যাডাম। ‘লোকগুলোকে কবর খুঁড়ে বের করে আনলেই পারতে।’

‘আমার পিঠে ব্যথা ছিল’, বলল ওয়াচ। ‘আর পিঠ ব্যথা নিয়ে কবর খোঁড়া যায় না।’

‘তা ছাড়া কয়েক দিন ধরে কবরে থাকা মানুষকে কেইবা মাটি খুঁড়ে আনতে যাবে’, বলল স্যালি।

‘ওরা কবর থেকে উঠে এসে তোমার মগজ খেয়ে ফেলবে।’

অ্যাডাম বলল, ‘অনেক ঘোরাঘুরি হল আজ। এখন বাসায় ফেরা দরকার।’

‘তুমি কি হাল ছেড়ে দিচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'অবশ্যই না', বলল অ্যাডাম। 'বরং তুমিই শুরু থেকে এর বিরুদ্ধে লেগে আছ।'

'আমি অস্বাভাবিক যে-কোনো কিছুর বিরুদ্ধে থাকি', বলল স্যালি, 'আর সিক্রেট পাথের ব্যাপারটাও স্বাভাবিক কিছু নয়।'

'ভয় পেলে তুমি চলে যেতে পারো, অ্যাডাম', বলল ওয়াচ। 'আমি জোর করে তোমাকে ধরে রাখব না।'

'তোমাদেরকে তো বলেইছি আমি ভয় পাইনি', চটজলদি বলল অ্যাডাম। 'হাঁটাহাঁটি করে আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ব্যথা করছে পা।'

'অবশ্য যে-গোরস্থানে জ্যান্ত মানুষ কবর দেয়া হয় সেখানে যাওয়ার কথা শুনলে অনেকেরই পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যায়।' হাসি চাপল স্যালি।

'আমি বললামই তো ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই', বলল অ্যাডাম। 'ওসবে আমার ভয় নেই।'

'ভয় না পেলেই ভালো।'

স্যালির মুচকি হাসি দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে অ্যাডামের। 'ঠিক আছে, আমি যাব গোরস্থানে। তবে এরপর বাড়ি ফিরতেই হবে।'

'বাম যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়', বলল ওয়াচ। 'বাড়ি কখন ফিরতে পারবে কে জানে।'

নয়

গোরস্থানটা ধূসর-রঙা ইটের উঁচু দেয়ালে ঘেরা। সামনের গেট রট আয়রন বা পেটা লোহা দিয়ে তৈরি। জংধরা ধাতব বারগুলো পেঁচিয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে, ছুঁচালো আকৃতি নিয়ে। কবরস্থানে অল্প কয়েকটা গাছ। রঙহীন, পাতাশূন্য। যেন আসল গাছের কঙ্কাল। ভেতরে ঢোকার কোনো রাস্তা দেখতে না-পেয়ে মনে-মনে খুশি হল অ্যাডাম। আর যেতে হবে না। কিন্তু ওয়াচ ভেতরে ঢোকার বুদ্ধি বের করে ফেলল।

'পেছনের দিকে কতগুলো ইট আলগা হয়ে একটা ফোকরের মতো সৃষ্টি হয়েছে', বলল ওয়াচ। 'শরীরটাকে দুমড়েমুচড়ে ভেতরে ঢোকা যাবে।'

'যদি ফোকরে আটকা পড়ে যাই?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তাহলে কীভাবে বের করে আনতে হবে সেকথা জানাই আছে সবার।'

'ইটের দেয়াল তোমাকে চেপে ধরবে না', বলল ওয়াচ। 'ওটা জ্যান্ত নয়।'

পেছনের দেয়ালের ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হল না। কবরগুলোর মাঝ দিয়ে হাঁটার সময় গা কেমন ছমছম করে উঠল অ্যাডামের। ওর মন বলছে এখানে কোনো অঘটন ঘটবে। মরা ডাইনির কবর খুঁজে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না ওর। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে একটা প্রাচীন প্রাসাদ ওদের দিকে উঁকি মেরে আছে। প্রকাণ্ড একটা পাথুরে ভবনের পাশ দিয়ে উঠে গেছে লম্বা টাওয়ারটা। টাওয়ারের মাথায়, জানালার ধারে ম্লান লাল আলো জ্বলছে। হয়তো মোমের আলো। কল্পনায়

দেখল অ্যান টেম্পলটন কালো একটা আলখেল্লা গায়ে বসে আছে, তাকিয়ে রয়েছে একটা ক্রিস্টাল বলের দিকে। দেখছে তার পূর্বপুরুষের কবরে অনুপ্রবেশ করছে তিন কিশোর-কিশোরী। হয়তো অভিশাপ দিচ্ছে। অ্যানকে নিয়ে স্যালির সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল অ্যাডামের।

সে বিশ্বাস করতে শুরু করল এ শহরের নাম স্পুকসভিল দেয়া যথার্থ হয়েছে।

মেডেলিন টেম্পলটনের সমাধি অন্যদের চেয়ে বড়, আকারটাও অদ্ভুত। কবরের মাথায় ক্রস থাকার বদলে কালো মার্বেল পাথরের ডোমটাকে দাঁড়কাকের আকৃতি দেয়া হয়েছে। পাখিটা কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, যেন ওরা তার শিকার। এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। অ্যাডাম চোখ পিটপিট করল পাখিটার দিকে তাকিয়ে। পাখিটাও যেন প্রত্যুত্তরে কালো চোখ পিটপিট করল ওকে। কবরের চারপাশে আর কিছু নেই। খালি। অ্যাডাম বুঝতে পারল ডাইনির কবরের পাশে কেন ঘাস জন্মাতে পারে না।

'পিকনিক করার জন্য চমৎকার একটা জায়গা', ঠাট্টার সুরে বলল স্যালি। ঘুরল ওয়াচের দিকে। 'এখন কী করবে? আরেক ডাইমেনশনে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে?'

'মনে হয় না কাজটা সহজ হবে', বলল ওয়াচ। 'ধাঁধার শেষ অংশটার সমাধান করতে হবে আমাদের।' বিরতি দিল ও। তারপর বামের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল : *তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করো। মনে রেখো ওরা যখন তাকে কবরে নিয়ে গিয়েছিল, উল্টো করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা তাকে উল্টো করে কবর দিয়েছে। সব ডাইনিকেই এভাবে কবর দেয়া হয়। কারণ আগুনে পোড়াতে ওদের খুব ভয়।* শার্টের কিনারা দিয়ে চশমার কাচ মুছল ওয়াচ। 'আমার মনে হয় না আমাদের কেউ মাথা নিচে রেখে পা আকাশে তুলে হাঁটতে পারবে।'

'ব্যাপারটা খুব দুঃখের', বলল অ্যাডাম।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হেটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে হাঁটতে না-পারার দুঃখে তোমার বুক ভেঙে গেছে।'

ওয়াচ বড় সমাধিস্থলটাকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে লাগল। গোরস্থানের প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সে সময়েও নিশ্চয় ওখান থেকেই লোকজন ঢুকত। কাজেই ওরা কফিনটা এখান থেকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। আমাদের যাত্রা ওখান থেকে শুরু করা উচিত। তবে এতে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। বাম ধাঁধার বাইরেও আমাদেরকে কিছু বলার চেষ্টা করছিল।' ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'তোমাদের মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলছে না?'

'অন্তত আমার মাথায় খেলছে না', বলল স্যালি।

কবর থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে। 'আমি বড্ড ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত।' পাশের মাটি থাবড়াল ও। 'একটু বিশ্রাম নাও, অ্যাডাম।'

'ধাঁধার রহস্য ভেদ করার জন্য কম চেষ্টা তো আর করছি না', বলল অ্যাডাম, বসল স্যালির পাশে। এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বেজায় ক্লান্ত সে। মনে হচ্ছে ওয়েস্ট কোস্ট থেকে হেঁটে গেছে কানসাস সিটিতে। ওয়াচকে বিশ্রাম নিতে ডাকল ও। সে কবরের পাশে পায়চারি করছে। 'ধাঁধার শেষ অংশ পরে সমাধান করলেও চলবে।'

স্যালি অ্যাডামের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তোমার পা টিপে দেব?' ভারি মিষ্টি গলায় বলল ও।

'অনেক ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না', বলল অ্যাডাম।

'আমি খুব ভালো পা টিপতে পারি', বলল স্যালি।

'শক্তির অপচয় কোরো না। সঞ্চয় করে রাখো।' উপদেশ দিল অ্যাডাম।

'আমাদের একটা কফিন জোগাড় করতে হবে', কবরের পেছন থেকে বলল ওয়াচ। 'ওখানে আমি উল্টোভাবে শুয়ে থাকব। তোমরা আমাকে এখানে বয়ে নিয়ে আসবে।'

'শহরে যেসব কফিন বিক্রি হয় সেগুলোর ডালা বন্ধ করামাত্র তালা লেগে যায়', বলল স্যালি। মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। 'কফিনের ভেতরের খচরমচর আওয়াজের কথা ভুলে যেয়ো না।'

'তোমাকে কফিনে পুরে বয়ে নিয়ে আসার মতো শক্তি আমাদের নেই', বলল অ্যাডাম। চোখ চলে গেছে কাছের প্রাসাদের টাওয়ারের দিকে। ওটার মাথায় ম্লান লাল একটা আলো জ্বলছে। নাহ্ আলোটা ঠিক ম্লান নয়। হয়তো অ্যান টেম্পলটন অনেকগুলো মোম জ্বালিয়েছে কিংবা অগ্নিকুণ্ডে ঠেসে দিয়েছে লাকড়ি। ওখানে করছেটা কী সে? ভাবল অ্যাডাম। অ্যান কি সত্যি ডাইনি? সে কি সত্যি ছেলেদেরকে ব্যাঙ আর মেয়েদেরকে টিকটিকি বানাতে পারে? তার সুরেলা কণ্ঠ বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যাডামের। ওয়াচ ওর পেছনে পায়চারিতে ব্যস্ত, নাক ডাকতে শুরু করেছে স্যালি। অ্যাডাম ভাবছে অ্যানের বলা কথাগুলো নিয়ে।

আমার সম্পর্কে এই রোগা মেয়েটা যদি কিছু বলে কিংবা অন্য কারও কাছ থেকে যদি কিছু শোনো, বিশ্বাস কোরো না। ওরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না।

মহিলা বোধহয় অ্যাডামকে পছন্দ করে ফেলেছে।

তোমার চোখ যে খুব সুন্দর তা কী তুমি জানো, অ্যাডাম?

অ্যাডামের মনে হচ্ছে না মহিলা তার কোনো ক্ষতি করবে।

তোমাদের দুজনের সঙ্গে আবার দেখা হবে— তবে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে।

লম্বা টাওয়ারের মাথায় আলোটা জ্বলে উঠল আবার। মোমের আলোর রঙ এত লাল হয় না।

অ্যাডাম টাওয়ারের আলো থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না চোখ। কিংবা টাওয়ার থেকে।

মনে হল জানালায় অ্যান টেম্পলটনের ছায়া দেখতে পেয়েছে ও।

আসবে একদিন আমার ওখানে?

অ্যান তাকিয়ে আছে অ্যাডামের দিকে। হাসছে।

তার ঠোঁটের রঙ আগুনের মতো। বেড়ালের মতো জ্বলছে চোখ।

'ওহ্ না', অ্যাডাম ফিসফিস করল।

স্যালি কনুইর ধাক্কা দিল ওকে।

'অ্যাডাম?' ডাকল স্যালি উদ্বেগ নিয়ে।

'বলো', বিড়বিড় করল অ্যাডাম। যেন সম্মোহন করা হয়েছে ওকে। স্যালি ওকে ধরে নাড়া দিল। 'অ্যাডাম।'

অ্যাডাম তাকাল ওর দিকে। 'কী হয়েছে?'

'তোমার কী হয়েছে?' প্রাসাদ টাওয়ারের দিকে তাকাল স্যালি।

'মহিলা তোমাকে জাদু করার চেষ্টা করছে।'

অ্যাডাম গা ঝাড়া দিল। অদৃশ্য হয়ে গেল লাল আলো, উধাও হল সুন্দরী মহিলার প্রতিচ্ছবি। 'নাহ্ আমি ঠিকই আছি। যদিও কেমন শীত-শীত লাগছে। চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।' চারপাশে চোখ বুলাল ও। 'ওয়াচ কই গেল?'

ভুরু কোঁচকাল স্যালি। 'জানি না।' লাফিয়ে খাড়া হল সে। 'ওয়াচ' ওয়াচ। অ্যাডাম, ওকে দেখতে পাচ্ছি না। ওয়াচ।'

একটানা দশ মিনিট নানা সুরে ডেকে চলল ওরা।

কিন্তু ওদের বন্ধু ফিরল না।

দশ

কবরের সামনে ওয়াচের চশমা পড়ে থাকতে দেখল ওরা। অ্যাডাম চশমা তুলে দেখল কোথাও রক্তের দাগ-টাগ লেগে আছে কি না। নেই।

'চশমা ছাড়া ওয়াচ দশ হাতও হাঁটতে পারে না', বলল স্যালি।

'কিন্তু ও নিশ্চয় এখান থেকে চলে গেছে', বলল অ্যাডাম।

'না', গম্ভীর মুখে বলল স্যালি।

'কী বলছ তুমি? ও চলে গেছে।'

'ও এখান থেকে কোথাও যায়নি। ও অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'আমি ওকে অদৃশ্য হতে দেখিনি', বলল অ্যাডাম।

'কী দেখেছ?'

অ্যাডামকে হতবুদ্ধি দেখাল। 'আমি জানি না। আমি টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অ্যান টেম্পলটনের বাড়ির দিকের কঙ্কালসার গাছগুলোর দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল। উঁচু জানালাটা দিয়ে লাল রঙের একটা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।' মাথা ঝাঁকাল ও, তাকাল আকাশের দিকে। 'আচ্ছা, আমরা কী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

স্যালিকেও কেমন হতবুদ্ধি লাগছে। 'ঠিক বলতে পারব না। আমি তো এক মিনিটের জন্য শুয়েছি মাত্র। তারপর মনে হল স্বপ্ন দেখলাম।'

'কী স্বপ্ন দেখলে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

স্যালির চোখে ভয় ফুটল। 'ডাইনিটাকে কবর দিতে দেখলাম। দেখলাম ওরা লাশটাকে এখানে বয়ে নিয়ে এল। সবাই ভয়ে কাঁপছে। ওদের ধারণা ডাইনি আবার বেঁচে উঠবে, খেয়ে ফেলবে সবাইকে।' মাথা নাড়ল স্যালি। 'কিন্তু এটা তো কেবল স্বপ্ন।'

হাতে ধরা ওয়াচের চশমাটা দোলাল ওয়াচ। 'ওয়াচকে খুঁজে বের করতে হবে।' সে গোরস্থানের পেছনদিকে পা বাড়াল। ওদিক থেকে ওরা ঢুকেছে। স্যালি ওকে থামাল।

'ওয়াচ গোরস্থান ছেড়ে কোথাও যায়নি', দৃঢ় গলা ওর।

'তাহলে কোথায় গেছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তুমি বুঝতে পারছ না? সিক্রেট পাথের শেষ অংশের খোঁজ পেয়ে গেছে ও।' ডাইনির কবর দেখাল হাত তুলে। 'ও ওর মধ্যে থেকে গেছে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'এ অসম্ভব। ও-ই শুধু অদৃশ্য হবে কেন? আমরাও হলাম না কেন?'

'ও কিছু একটা করেছিল— বিশেষ কিছু। তুমি সত্যি ওকে দেখনি?'

'বললামই তো দেখিনি।'

সমাধির পাশ দিয়ে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল স্যালি। 'বামের ধাঁধার শেষাংশটার সমাধান করতে চেয়েছিল ওয়াচ। নিশ্চয় সমাধান পেয়ে গেছে তা যেভাবেই হোক।' চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর লাইনগুলো আরেকবার আবৃত্তি করল, 'তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করো। মনে রেখো ওরা যখন তাকে কবরে নিয়ে গিয়েছিল, উল্টো করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।' মাথা নাড়ল স্যালি। 'ওয়াচের পক্ষে এভাবে হেঁটে কবরে ঢোকা সম্ভব নয়। ওকে কেউ বয়ে নিয়ে যাওয়ারও ছিল না।'

অ্যাডামের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। 'আমরা হয়তো ধাঁধাটার আক্ষরিক অর্থ বের করার চেষ্টা করছি।

' হেটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদকে অন্যভাবেও দেখা যায়। ধরো, পেছন দিকে হাঁটা।'

কাছিয়ে এল স্যালি। 'ঠিক বুঝলাম না।'

কবরস্থানের প্রবেশপথের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাডাম।

'বাম হয়তো আমাদেরকে বলতে চেয়েছে ডাইনিকে পেছনদিকে হাঁটানোর ভঙ্গিতে বয়ে আনা হয়েছে। আমাদেরকেও হয়তো কবরের

দিকে পেছন ফিরে হেঁটে যেতে হবে। তাহলে হয়তো ধাঁধা-রহস্যের সর্বশেষ জট খুলে যাবে।'

লাফিয়ে উঠল স্যালি। 'চেষ্টা করে দেখি তো!'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! এতে যদি কাজ হয় তো তখন কী ঘটবে?'

'আমরা তো চাইছিই যাতে কাজ হয়। ওয়াচের চশমা ওকে দিয়ে দেব।' বিরতি দিল স্যালি।

'তুমি আবার ভয় পাচ্ছ?' অধৈর্য শোনাল অ্যাডামের কণ্ঠ।

'আমি আবার ভয় পাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি আমরা যদি আরেকটা ডাইমেনশনে চলে যাই তাহলে কী করে জানব ওয়াচের ডাইমেনশনেই আমরা যাব? বাম বলেছে অন্য ডাইমেনশনে স্পুক্সভিলের মতো অনেক শহর আছে।'

'কাজে না নেমে বেহুদা কথা বলে লাভ নেই। ঝুঁকি তো নিতেই হবে।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'ঝুঁকিটা আমি একা নেব। তুমি এখানেই থাকবে। পাহারা দেবে।'

'কিসের বিরুদ্ধে পাহারা দেব? বিপদ-আপদ যত ওপাশে। আমি তোমার সঙ্গে আসছি।

'না। নিজেই তো বললে বিপদ হতে পারে।'

স্যালি স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল অ্যাডামের দিকে। 'তুমি আমাকে পটাতে চাইছ, তাই না? তার দরকার হবে না। কারণ তোমাকে আমি অনেক আগেই পছন্দ করে ফেলেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডাম। 'আমি তোমাকে পটাতে চাইছি না। খুন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছি।'

ঘোঁতঘোঁত করল স্যালি। 'অ্যাডাম, তুমি মাত্র এসেছ এখানে। আর আমি বড় হয়ে উঠেছি স্পুক্সভিলে। দুর্ঘটনা আর বিপদ আমার নিত্যসঙ্গী।' অ্যাডামের হাত ধরল সে। 'চলো একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে যাব। যদি সারাজীবনের জন্য অন্য পৃথিবীতে গিয়ে থাকতে হয় তো তোমার মতো কিউট একটা ছেলের সঙ্গে থাকব।'

লজ্জায় লাল হল অ্যাডাম। 'আমি কিউট ছেলে?'

'অবশ্যই। তবে প্রশংসা শুনে মাথা খারাপ করতে হবে না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'কেন, আমি কি কিউট মেয়ে নই?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'আমার মনে হয় তোমার চেহারা ঠিকই আছে।'

ভুরু কোঁচকাল স্যালি। 'ঠিক আছে? আমাকে দেখলে মনে হয় চেহারা ঠিকই আছে? তোমার দেখছি শেখার এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। মেয়েদের কীভাবে প্রশংসা করতে হয় তাও জানো না।' ওর হাত ধরে টান দিল স্যালি। 'মেজাজ খারাপ হওয়ার আগে এখান থেকে চলো যাই।'

অ্যাডাম টের পেল স্যালির হাত কাঁপছে। 'তোমার ভয় লাগছে?'

মাথা দোলাল স্যালি। 'হ্যাঁ, আমার ভয় করছে।'

অ্যাডামও মাথা দোলাল। 'আমারও।' ওয়াচের চশমা-ধরা মুঠো শক্ত করল। 'তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বন্ধু হয়তো বিপদে আছে।'

গোরস্থানের প্রবেশপথের দিকে পা বাড়াল ওরা। তারপর হাতে হাত ধরে কবরের দিকে পিছিয়ে আসতে লাগল। তবে কাজটা কঠিন। বারবারই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনটা দেখে নিতে হল যাতে পা হড়কে না যায়। কবরের কাছে চলে এল ওরা। অ্যাডামের হৃৎপিণ্ড পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটছে। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। চোখের কোণ দিয়ে তাকাল অ্যান টেম্পলটনের প্রাসাদের দিকে। মনে হল টাওয়ারে লাল আলো জ্বলছে। যেন ওকে ইশারা করছে অ্যান। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

এমন সময় কবরটা খাড়া হয়ে গেল ওদের পেছনে। প্রবল বাতাস বইতে লাগল। উড়তে লাগল ধুলো। ধুলোতে কিছু দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

'অ্যাডাম!' চেঁচিয়ে উঠল স্যালি।

অ্যাডাম টলে উঠল। টের পেল পায়ের নিচ থেকে সরে গেছে মাটি। বিশাল এক গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ও। তবে স্যালির হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে অ্যাডাম। যদিও মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে স্যালি। ওরা শাঁ শাঁ করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অ্যাডাম কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখে। প্রচণ্ড একটা ঝড় ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক সময়ে, অন্য এক পৃথিবীতে।

এগারো

সমাধিস্তম্ভটা ওদের সামনে। অন্ধকার, ভূতুড়ে একটা জায়গায় চলে এসেছে ওরা। এখানকার আকাশ পুরোপুরি কালো নয়, লালচে একটা আভা আছে। যেন অ্যান টেম্পলটনের টাওয়ারের আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। গাছগুলো একেবারেই ন্যাংটো, একটারও পাতা নেই। ছুঁচালো ডাল থাবার মতো ছড়ানো, যেন গাছের নিচ দিয়ে কেউ হাঁটতে গেলেই খামচে দেবে। সমাধির চারপাশটা ভাঙা, মাকড়সার জাল আর ধুলোয় বোঝাই। গোরস্থানের চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো ভাঙা কফিন দেখে গা ছমছম করে উঠল অ্যাডামের। দূরে, প্রাসাদের দিক থেকে ভেসে এল একটা আর্তচিৎকার।

'এখান থেকে বেরুতে হবে', বলল স্যালি। 'কবরের মধ্যে ঢুকলেই বেরুনো যাবে।'

'ওয়াচের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'এখানে ও আছে কি না জানি না। থাকলেও ওর জন্য বোধহয় কিছু করার নেই আমাদের।' আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। স্যালি খামচে ধরল অ্যাডামের হাত। 'জলদি ভাগো! নইলে আমাদের কেউ খেয়ে ফেলবে।'

ওরা আবার পেছন হেঁটে কবরের দিকে এগুল। এবার নিরেট মার্বেল পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। এখান থেকে আর অন্য ডাইমেনশনে যাওয়ার উপায় নেই বুঝতে পারল অ্যাডাম। ওরা ফাঁদে পড়েছে।

'কী হল?' চেঁচাল স্যালি।

'এটা কাজ করছে না', বলল অ্যাডাম।

'জানি সেটা। কিন্তু কেন কাজ করছে না?'

'জানি না।' প্রাসাদ থেকে আবারও কেউ আর্তনাদ করে উঠল। ওদের বামে, গোরস্থানের কিনারে, মাটির নিচে কিছু একটা নড়ে উঠল ধুলো আর মরা পাতা ছড়িয়ে। হয়তো কবর থেকে উঠে আসতে চাইছে কোনো লাশ। তবে সে-দৃশ্য দেখার কোনোই ইচ্ছে ওদের নেই।

'ভাগো!' চেঁচাল স্যালি।

প্রবেশপথের দিকে ছুটল ওরা। একলাফে বেরিয়ে এল। অনেক দূরে সমুদ্র। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে না সাগরে আদৌ পানি আছে। তেজস্ক্রিয় খনি থেকে বিচ্ছুরিত ভৌতিক সবুজ তরলের মতো জ্বলজ্বল করছে সাগর। রহস্যময় কুয়াশার একটা পর্দা ঝুলে আছে সাগরের ওপর ছোট ঘূর্ণি তুলে। এতদূর থেকেও অ্যাডামের মনে হল সারফেসের নিচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ক্ষুধার্ত কোনো জলচর প্রাণী। স্যালি আর সে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

'এটা টোয়াইলাইট জোনের চেয়েও খারাপ।' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'আমি বাড়ি যাব', বলল স্যালি।

'বাড়ি ফিরে গেলেই বা কী লাভ?' বলল অ্যাডাম। 'আমরা সেখানে গিয়ে কী দেখব?'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল স্যালি। 'হয়তো এই ভৌতিক ডাইমেনশনের নিজেদের একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব।'

'সেটা কি সম্ভব?'

'এখানে সবই সম্ভব', গম্ভীর মুখে বলল স্যালি। প্রাসাদের দিক থেকে আরেকটা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল, যেন কাউকে গরম পানিতে ফেলে দিয়ে সেদ্ধ করা হচ্ছে আর সে মরণযন্ত্রণায় একটু পরপর আর্তনাদ করে উঠছে। স্যালি অ্যাডামের হাত চেপে ধরল। 'তবে আমি ওখানকার যেতে চাই না। এখানেই থাকতে চাই।'

'আমিও', সায় দিল অ্যাডাম।

ওরা বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। তবে মনে হল স্পুকসভিলের শান্ত, নির্জন রাস্তা দিয়ে চলছে না। ফুটপাত নয়, ওরা আসলে হেঁটে চলেছে

জঙ্গল আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে। তবে চলার পথে কাউকে দেখতে পেল না। যদিও বারবারই মনে হল কেউ পাশ দিয়ে ছুটে পালিয়েছে কিংবা কোনো ছায়া পিছু নিয়েছে ওদের।

'জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে এখানে যেন যুদ্ধ হয়েছে', ফিসফিস করল স্যালি।

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'শয়তানের সঙ্গে লড়াই।'

বাড়িঘরগুলোর দশা করুণ। বেশিরভাগই পুড়ে ছাই। কয়েকটা বাড়ির ভগ্নস্তূপ দাঁড়িয়ে আছে ছাইয়ের মধ্য থেকে। ছাই থেকে ধোঁয়া উঠছে, সবুজ সাগর থেকে ভেসে আসা কুয়াশার সঙ্গে পাক খাচ্ছে। গোরস্থানের সমাধির মতো বেশিরভাগ বাড়ি ধুলো আর মাকড়সার জলে ঢাকা।

এখানকার লোকজন সব কোথায়? ভাবল অ্যাডাম। এ জায়গার দশা এরকম কেন? ম্লান লালচে আকাশে কালো কালো ছায়া পড়ল। খাবারের সন্ধানে কিচকিচ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে ঘোড়ার আকারের প্রকাণ্ড বাদুড়। ওরা দুজন দুজনের হাত চেপে ধরে দ্রুত পা চালাল।

ওরা প্রথমে স্যালির বাড়িতে গেল। কিন্তু এখানে বাড়িটাড়ি নেই। স্যালি বলেছিল ওদের বাসার সামনে বড় একটা গাছ আছে। কিন্তু গাছটা ঝড়ে ওদের বাড়ির উপরে পড়েছে। বাড়িটাকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। স্যালি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে বেড়াল ওর বাবা-মাকে। পেল না।

'ওরা হয়তো চলে গেছেন', বলল স্যালি।

'হয়তো তুমি ওদেরকে দেখলে চিনতেও পারবে না', বলল অ্যাডাম।

শিউরে উঠল স্যালি। 'তুমি তোমার বাড়ি যাবে?'

'জানি না কী করব। হয়তো এখানে আটকা পড়ে গেছি চিরদিনের জন্য।'

'অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না।'

'কিন্তু এটাই সত্যি কথা।'

অন্ধকার ঘনাল স্যালির মুখে। 'অনেক অলক্ষুণে ঘটনাই সত্যি হয়।'

বারো

অ্যাডামদের বাড়িটি অক্ষতই আছে। ঘরে ঢোকার আগে দরজায় কড়া নাড়ল ও। কেউ সাড়া দিল না। ওদেরকে ঘিরে রেখেছে কুয়াশা, আকাশের মতো কমলা আভা নিয়ে জ্বলজ্বল করছে। এরকম জায়গায় সারাবছরই হ্যালোউইক ছুটি কাটানো যায়। দরজায় কান পাতল অ্যাডাম। কে জানে ভেতরে ভ্যাম্পায়ার আর জিন্দালাশ আস্তানা গেড়েছে কি না।

'ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না', বলল স্যালি।

ভুরু কোঁচকাল অ্যাডাম। 'বাবা-মা কীরকম অবস্থায় আছে দেখব আমি।'

'ওরা হয়তো আর বাবা-মার চেহারায় নেই। অন্য কিছু হয়ে গেছেন।'

দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল অ্যাডাম। 'তুমি যেতে না চাইলে থাকো।'

ধুলায় ভরা বারান্দায় একবার চোখ বুলাল স্যালি।

'না, আমি যাব।'

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বাতি জ্বলছে না। লিভিংরুম হয়ে রান্নাঘরে চলে এল ওরা। টেবিলে একটা টার্কি রোস্ট করা, তবে ওতে সাদা সাদা পোকা কিলবিল করছে। কালচে-সাদা মাংসের গর্ত দিয়ে পোকামাকড় ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। ট্যাপ খুলল অ্যাডাম। পিপাসা পেয়েছে। নোংরা সিঙ্কে বাষ্পের বুদবুদ উঠল।

'বেশ', মন্তব্য করল স্যালি।

ওরা দোতলার বেডরুমে উঠে এল। নিশ্বাস বন্ধ করে প্রথমে নিজের শোয়ার ঘরে ঢুকল অ্যাডাম। ভয় লাগছে এই বুঝি ওয়াড্রোব থেকে

একটা থাবা বেরিয়ে এসে ওর মুখটা চিরে দেয়। তবে ওখানে কেউ নেই। শুধু কয়েক বছর আগে বাস্তব পৃথিবী থেকে কেনা বইগুলো আছে। ধুলোপড়া কানসাস সিটিতে ওর এক বন্ধু ওকে একটা কোট উপহার দিয়েছিল। মাকড়সার বিরাট জালের মধ্যে আটকে সেটা ঝুলে আছে শূন্যে।

'ওই দ্যাখো', ফিসফিস করল স্যালি। ঘরের কোণায় আঙুল দিয়ে দেখাল।'

বেড়ালের আকারের প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা। গায়ে পেরেকের মতো শক্ত শক্ত বড় লোম। ওরা দরজা দিয়ে উঁকি দিতে মাকড়সাটা কটমট করে তাকাল ওদের দিকে। খটাশ করে বন্ধ হল রক্তমাখা চোয়াল। ওরা চট করে বন্ধ করে দিল দরজা।

অ্যাডাম ওর বোনের ঘরে এরপর উঁকি দিল। এটাও খালি। শুধু আরেকটা দানব-মাকড়সা আছে ঘরে। তবে বাবা-মার বেডরুমে, বিছানার ওপর দুটো মূর্তি দেখতে পেল ও। নোংরা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

'ওদেরকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না', ফিসফিস করল স্যালি, কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি দেখব', নরম গলায় বলল অ্যাডাম।

'না', অনুনয় করল স্যালি, শার্টের পেছনটা খামচে ধরল। লাফিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'বাধা দিয়ো না!' হিসিয়ে উঠল ও।

'একটা যেন শব্দ শুনলাম! আসছে এদিকেই।'

থমকে গেল অ্যাডাম। ও কিছুই শুনতে পেল না।

'ও তোমার কল্পনা।'

'আমার কল্পনা? এরকম জায়গায় আমার কল্পনা করার দরকার হয় না।' স্যালি চাদর মুড়ি দিয়ে থাকা মূর্তিদুটোর দিকে তাকাল। 'চলে এসো। ওদিকে তাকিয়ো না।'

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল অ্যাডাম। 'আমি অবশ্যই দেখব।' পা বাড়াল ও। চলে এল বিছানার পাশে। ধীরে ধীরে সরাল চাদর।

এবং আঁতকে উঠল।

ওরা মারা গেছেন বহু দিন আগে। ও দুটো নারী-পুরুষের কঙ্কাল। গুবরে পোকা সাইজের পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাড্ডিসার হাতে। শুকনো খুলিতে খড়ের মতো লেগে আছে লম্বা চুল। মুখ হাঁ করে খোলা। অ্যাডাম চট করে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল কঙ্কাল দুটোকে। চোখ ভরে গেছে পানিতে।

'ওরা আমার মা-বাবা নন', ফোঁপাচ্ছে ও।

স্যালি ওর কাঁধে হাত রাখল। 'অবশ্যই নন। তোমার বাবা-মা বাস্তব পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। আমরা ওখানে ফিরে গেলে তাদের দেখতে পাবে তুমি।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'এটা কোনো স্বপ্ন নয়।'

হঠাৎ জমে গেল স্যালি। 'কিছু একটা আসছে।'

এবার শুনতে পেল অ্যাডাম। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

'এদিকেই আসছে', ফিসফিস করল ও।

'লুকিয়ে পড়ো।' আতঙ্কিত গলা স্যালির। 'ওটা আমাদেরকে ধরতে আসছে', অ্যাডামের হাত ধরে টানল।

'এখান থেকে চলো।'

অ্যাডাম ওর হাত ধরে ফেলল। 'দাঁড়াও। এখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে। এখানেই থাকব।'

বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল স্যালি। 'ওদের সঙ্গে?'

অ্যাডাম নিচু গলায় বলল, 'ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত থাকব।'

কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে গেল না। বরং সোজা বাড়ির দিকে আসতে লাগল। 'এবার আর রক্ষা নেই', গুঙিয়ে উঠল স্যালি।

পায়ের শব্দ শুনল ওরা। বুট পরে কেউ হাঁটছে। দরজায় পৌঁছে গেল সে, দড়াম করে লাথি মারল কপাটে। দরজা ভাঙার শব্দে ছলাৎ করে উঠল অ্যাডামের বুক। স্যালির হাত ধরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। নেমে এল হলওয়েতে। এ বাড়ির কিছুই চেনে না ও। কারণ এটা আলাদা

একটা জগতের বাড়ি। তবে অ্যাডামের মনে আছে ওদের বাস্তব পৃথিবীর বাড়ির হল কাবার্ডের পাশে একটা জানালা ছিল। ওই জানালা খুলে ছাদে যাওয়া যেত। তারপর ওখান থেকে একলাফে বাগানে।

জানালাটা আছে! অ্যাডাম জানালার ধারে এসেছে, সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল বজ্রের মতো পায়ের শব্দ। হলওয়ের শেষপ্রান্তে একটা লম্বা কাঠামো দেখতে পেল। ঘুরল ওদের দিকে।

মধ্যযুগের নাইটের পোশাক পরনে তার। কালো নাইট। ডান হাতে লম্বা রুপোর তরবারি।

তাকে দেখে মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন মনে হল না।

ধাক্কা মেরে জানালা খুলল অ্যাডাম। প্রথমে স্যালিকে তুলে দিল। পিচ্ছিল ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে স্যালি। অ্যাডাম জানালা বাইতে গেল। আপাদমস্তক ভারী বর্মে ঢাকা থাকলেও নাইটের গতি অত্যন্ত দ্রুত। জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই শক্ত এবং ভারী কী একটা আঘাত করল অ্যাডামের পায়ে। ডিগবাজি খেয়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ে গেল ও। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, দেখল নাইট তার ধারালো তরবারিটা মাথার ওপর তুলছে। এক্ষুনি এক কোপে ওর কল্লা নামিয়ে দেবে লোকটা। ঠিক তখন একটা আলোর ঝলক দেখা গেল। তারপর সব অন্ধকার।

তেরো

গায়ে ব্যথা আর শীতল একটা অনুভূতি নিয়ে জ্ঞান ফিরে পেল অ্যাডাম। চোখ মেলে দেখল পাথরের একটা ঘরে শুয়ে আছে ও। পাশে কে যেন নিশ্বাস ফেলছে। ঘুরল অ্যাডাম। মিটমিটে আলোয় পিটপিট করল চোখ।

'কে?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল ও।

'ওয়াচ। অ্যাডাম নাকি?'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অ্যাডাম। তবে অনুভূতিটা বেমালুম উবে গেল যখন বুঝতে পারল ওর হাত দেয়ালে একটা ইস্পাতের কব্জার সঙ্গে বাঁধা। আঁধারে চোখ সইয়ে নিয়ে দেখল চারদিকে ধাতব গরাদ দিয়ে ঘেরা একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে ওরা। খুদে কারাগারে বন্দি।

'হ্যাঁ, আমি', জবাব দিল অ্যাডাম। 'আমরা কোথায়?'

'ডাইনির প্রাসাদের মাটির তলার ঘরে', বলল ওয়াচ। আরেকটু কাছিয়ে এল। তার হাতও ইস্পাতের দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা। তবে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারল অ্যাডামকে। চোখ পিটপিট করে তাকাল ও অ্যাডামের দিকে। 'তুমি বোধহয় আমার চশমাটা পাওনি, তাই না?'

অ্যাডাম পকেটে হাত ঢোকাল। 'পেয়েছি।' সে চশমা দিল ওয়াচকে। চশমা ভেঙে গেছে কি না কে জানে।

মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সময় চশমাটা ভেঙে যেতেও পারে। মাথায় হাত বোলাল অ্যাডাম। ওটা এখনও ঘাড়ের সঙ্গে লেগে আছে দেখে আনন্দিত হল। মাথার একটা পাশ আলুর মতো ফুলে আছে। এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। শক্ত পাথুরে মেঝেতে শুয়ে থাকার কারণে পিঠ আর পা ঠাণ্ডা এবং আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'আমি কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'ওরা তোমাকে দুঘণ্টা আগে এখানে এনেছে', জবাব দিল ওয়াচ চশমা চোখে গলাতে গলাতে।

'স্যালির কী খবর?' জানতে চাইল ওয়াচ। 'ও-ও তোমার সঙ্গে এই ডাইমেনশনে চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ, বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। শোনেনি। ওকে দেখেছ তুমি?'

'না', বলল ওয়াচ। 'তবে না-দেখে ভালোই হয়েছে।'

'কেন?'

'আমার মনে হয় ডাইনিটা আমাদের জন্য অশুভ কিছু একটা নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'ওকে দেখেছ তুমি?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম। 'কীরকম দেখতে?'

খালি হাতটা দিয়ে অন্ধকারে মাথা চুলকাল ওয়াচ। 'দেখতে অ্যান টেম্পলটনের মতো। তবে মাথার চুল লাল নয়, কালো। তবে শুনেছি অ্যান টেম্পলটন নাকি মেডেলিন টেম্পলটনের মতো দেখতে।'

'তুমি বলতে চাইছ দুশো বছর আগের মৃত ডাইনি আমাদেরকে বন্দি করে রেখেছে?'

'হ্যাঁ। অথবা অ্যান টেম্পলটনের প্রতিচ্ছবি এই ডাইমেনশনে আমাদেরকে আটকে রেখেছে। ঠিক জানি না কোন্‌টা সত্য।'

আবার অ্যান টেম্পলটনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল অ্যাডামের।

তোমাদের দুজনের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে তবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

চিন্তিত গলায় অ্যাডাম বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এটা অ্যান টেম্পলটনের প্রতিচ্ছবিই হবে।'

'তুমি তো ওর সম্পর্কে কিছুই জানো না', বলল ওয়াচ।

'আমি জানি। সে তার ব্ল্যাক নাইটকে পাঠিয়ে দেয় ছেলেমেয়েদেরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য। নিখোঁজ সেরকম দু-একটি ছেলেমেয়েকে দেখেছি আমি এখানে। প্রত্যেকেই শরীরের কোনো-না-কোনো অঙ্গ হারিয়েছে— কারও নাক নেই, কারও চোখ কিংবা কান। অনেকের মুখই নেই।'

অ্যাডামের মনে পড়ল অ্যান টেম্পলটন তার চোখের প্রশংসা করে বলেছিল, *'তুমি কি জানো তোমার চোখ খুব সুন্দর, অ্যাডাম?'*

আতঙ্ক বোধ করল ও। 'মহিলা শরীরের এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে কী করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'বোধ হয় সংগ্রহে রেখে দেয়। আমি যেভাবে স্ট্যাম্প জমাই।'

'তুমি স্ট্যাম্প জমাও? আমি বেসবল কার্ড জমাই', বলল অ্যাডাম। 'আচ্ছা তুমি এখানে এলে কী করে? কালো নাইট ধরে এনেছে?'

'হুঁ। লোকটা গোরস্থানে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।'

'তার মানে সে জানত তুমি ওখানে যাবে।' বলল অ্যাডাম।

ওয়াচ বলল, 'আমারও তাই ধারণা। এর মানে অ্যান টেম্পলটন তার প্রাসাদ থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছিল। জানত আমরা কে কী করছি। ও এ-ডাইমেনশনের ডাইনির কাছে সব খবর পাচার করেছে।' মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'কিন্তু এখান থেকে পালাব কী করে বুঝতে পারছি না।'

'ওরা তোমাকে এখানে নিয়ে আসার সময় জ্ঞান ছিল তোমার?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ। প্রাসাদটা অদ্ভুত। মাটির নিচের এ কামরা ছাড়াও এখানে প্রচুর ঘড়ি আছে।'

'তাহলে তো তোমার মজাই হল', মন্তব্য করল অ্যাডাম।

'তবে এ ঘড়িগুলোর মধ্যে আজব একটা ব্যাপার আছে। সবগুলো ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরছে।'

'আমরা এখানে এসেছি কবরের দিকে উল্টোভাবে হেঁটে।'

মাথা দোলাল ওয়াচ। 'ওটাই আসল ব্যাপার। এখানেই রয়েছে ধাঁধার জবাব।'

'কিন্তু সমাধিতে যখন একইভাবে ফিরে যেতে চাইলাম কিছুই ঘটল না।'

'তোমরা ফিরে যেতে চেয়েছিলে? আমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে?'

'তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি মারা গেছ।'

অ্যাডামের কথা বুঝতে পারল ওয়াচ। 'তোমাদের জায়গায় আমি হলেও হয়তো একই কাজ করতাম।' হঠাৎ একপাশ মাথা ঘোরাল সে। 'ডাইনিটা আসছে।'

চৌদ্দ

একজন নয়, এল অনেকে। অন্ধকার করিডোরের শেষ মাথায় বড় লোহার দরজাটা ঠেলে তারা ভেতরে ঢুকল। দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কালো নাইট। মেঝেতে তার ধাতব বুটের ঠকঠক শব্দ পরিচিত ঠেকল অ্যাডামের কাছে। তার পেছনে শিকলে বাঁধা তিনটি মেয়ে। প্রথমজনের মুখ বলে কিছু নেই, দ্বিতীয়জন হারিয়েছে তার চোখ, তৃতীয়জন কান। মেয়েগুলোকে মনে হচ্ছে পুতুলের মতো। যেসব জায়গায় অঙ্গহানি করা হয়েছে সেখানে রয়েছে শুধু চামড়া।

ওদের পেছনে আসছে ডাইনি।

ওটা হয়তো অ্যান টেম্পলটন— আবার অ্যান নাও হতে পারে।

চেহারাটা একই রকম তবে ওয়াচ যা বলেছিল, লালের বদলে চুলের রঙ কালো। পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে চুল হাতাহীন কালো কোটের মতো। তাছাড়া যে অ্যানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অ্যাডামের, তার সঙ্গে একে মেলানো যাচ্ছে না। ওই অ্যান টেম্পলটনকে হাসিখুশি মনে হয়েছিল তার, ভয়াবহ নয়। কিন্তু এ মহিলার চেহারা থেকে ম্লান একটা আলো যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ওই ডাইমেনশনের বোনের মতো এরও চোখ সবুজ, পান্নার মতো জ্বলজ্বল করছে। তবে এ তার মা'র চেহারার আদল পায়নি।

একটা কারাগারে ঢোকানো হল মেয়ে তিনটিকে, শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হল দেয়ালের সঙ্গে। ডাইনি এসে দাঁড়াল অ্যাডাম আর ওয়াচের সেলের সামনে, পাশে কালো নাইট। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে ওদেরকে

দেখল মহিলা, তারপর নজর স্থির হল অ্যাডামের ওপর। হালকা হাসি ফুটল ঠোঁটে। তার চোখের মতোই ঠাণ্ডা হাসি।

'স্পুক্সভিল কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সব ঘুরে দেখেছ?'

অ্যাডাম জবাব দিল। 'খুব ভালো, ম্যাম।'

মহিলার হাসি চওড়া হল। 'ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। তবে কাল ভালো নাও লাগতে পারে। বরং সবকিছু নিরানন্দ মনে হতে পারে।'

চোখ উপড়ে নেয়ার কথাটা মনে পড়ে গেল অ্যাডামের। 'কিন্তু ম্যাম', তোতলাল ও। 'আপনার গাড়িটাকে শপিং ট্রলির ধাক্কা থেকে কীভাবে রক্ষা করেছিলাম মনে আছে? আপনি আমাকে বলেছিলেন, *ধন্যবাদ, অ্যাডাম, তুমি আজ অনেক উপকার করলে আমার।* দুর্বল গলায় যোগ করল ও। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার বন্ধু হয়ে গেছেন।'

মাথাটা ঝট করে পেছনদিকে সরিয়ে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সে। 'তুমি একজনের কারণে আমার ব্যাপারে ভুল ভেবেছ। তবে ওই ভুলটুকু ক্ষমা করে দেয়া যায়।'

এ প্রাসাদের সবগুলো আয়না ধুলোয় ভরা।

একজনের প্রতিচ্ছবি খুব বেশি আরেকজনের সঙ্গে মিলে যায়। সেলের গরাদের সামনে চলে এল সে, হাত রাখল। তার ডান হাতের আঙুলে রুবির একটা আংটি। পাথরখণ্ডটা যেন আগুনের মতো জ্বলছে। 'আমি অ্যান টেম্পলটন নই। যদিও আমি তাকে খুব ভালো চিনি। ওই বাড়িতে যাদের কঙ্কাল তুমি দেখেছ তারা তোমার বাবা-মা নন। যদিও ভবিষ্যতে হতে পারেন। তবে এ নিয়ে এখনই চিন্তা করতে হবে না। তোমরা অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। রক্ষা পাবার একটাই উপায় আছে— আমাকে বলো তোমাদের বন্ধু স্যালি কোথায়।'

স্যালি নিশ্চয় পালিয়েছে। বুঝতে পারল অ্যাডাম। খুশি হল ও। বলল, 'আমি জানি না ও কোথায়। তবে জানলেও বলতাম না। আমাকে গরম পানিতে সেদ্ধ করার হুমকি দিলেও নয়।'

আবার হাসল ডাইনি। তবে হাসিটা এবার একটু ম্লান দেখাল। 'তোমার চোখ খুব সুন্দর, অ্যাডাম। তোমার চেহারার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।' তার কণ্ঠ কঠোর শোনাল। 'তবে আমার পুতুলদের কারও চেহারার সঙ্গে ওগুলো মানিয়ে যাবে।' হাত তুলল সে, মটমট করে আঙুল ফোটাল। 'ওদেরকে ওপরে নিয়ে যাও। অপারেশনের জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।'

খাপ খুলে তলোয়ার বের করল কালো নাইট। পা বাড়াল সামনে।

পনেরো

শেকল পরা অবস্থাতেই অ্যাডাম আর ওয়াচকে পাথুরে, লম্বা সিঁড়ি বেয়ে টেনেহিঁচড়ে উপরে তুলে আনা হল। প্রাসাদের একটা বসার ঘরে ঢোকানো হল ওদেরকে। ঘরটা ছায়াময়। লাল শিখা নিয়ে জ্বলছে মোমবাতি, দেয়ালের চোখের ছবিগুলো মনে হল যেন নাচছে। ছাদটা অনেক উঁচুতে। প্রায় দেখাই যায় না। কালো নাইট ঘরের এককোণায় লোহার একটা খুঁটির সঙ্গে ওদেরকে বেঁধে ফেলল।

অ্যাডাম লক্ষ্য করল ঘরের চারদিকে অসংখ্য ঘড়ি। তবে সবগুলো ঘড়ি উল্টো চলছে।

তবে এ ছাড়াও এ ঘরের মধ্যে কিছু একটা আছে।

জাদুর কিছু একটা।

ঘরের মাঝখানে একটি রুপোর বেদির ওপর একটা বালিঘড়ি। এক-মানুষ সমান লম্বা ঘড়িটা সোনা আর নানা মণিমাণিক্য দিয়ে তৈরি। সরু ঘাড়টা দিয়ে বালি পড়ছে, যেন জ্বলছে হীরের মতো। তবে বালু বালিঘড়ির নিচে পড়ছে না, ওপরের দিকে উঠছে।

বালিঘড়ির দিকে অ্যাডামের কৌতূহল লক্ষ্য করে হাসল ডাইনি। 'তোমাদের পৃথিবীর গল্পে আছে এক মেয়ে আয়নার মধ্যে ঢুকে জাদুর দেশে চলে যায়। এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটে। তোমরা কবরের মধ্যে ঢুকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদুর দেশে চলে এসেছ। শুনলে অবাক হবে তোমাদের স্পুক্সভিলেও ঠিক একই রকম একটি বালিঘড়ি আছে। ওখানে বালু নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে এবং সময় এগিয়ে যায় সামনের দিকে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ', অ্যাডাম বলল, 'আর এখানে বালু ওপরদিকে ওঠে এবং সময় পিছিয়ে যায়।'

মাথা ঝাঁকাল ডাইনি। 'কিন্তু এখন তোমার জন্য এটা থেমে যাবে। চোখ ছাড়া দিনরাত সবকিছু তোমার কাছে সমান মনে হবে, মনে হবে সময় কাটছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।' এক পা এগিয়ে এল সে। 'এটা তোমার শেষ সুযোগ, অ্যাডাম। স্যালি কোথায় বললেই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'আমাকে একটা শেষ সুযোগ দেবেন না?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'তুমি চুপ থাকো', বলল ডাইনি। 'মুখ বন্ধ রাখতে না পারলে ওটা আর বন্ধ রাখারও সুযোগ পাবে না।'

'আমাকে সত্যি ছেড়ে দেবেন তো?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'অবশ্যই।'

'ডাইনিদের প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই', বলল ওয়াচ, 'ওরা মিথ্যাবাদী।'

'তোমাকে শেষ সুযোগ দেইনি বলে একথা বললে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'হয়তোবা', স্বীকার করল ওয়াচ।

একমুহূর্ত ভাবল অ্যাডাম। 'আপনি আমাকে যেতে দেবেন না।' অবশেষে বলল ও। 'স্যালিকে পাওয়া মাত্র আপনি আমার চোখ উপড়ে নেবেন। নিতে পারেন। তাহলে ল্যাঠা চুকে যায়।'

রাগে গনগন করছে ডাইনি, তবু হাসি ফোটাল সে মুখে। লম্বা নখ দিয়ে অ্যাডামের চিবুক ছুঁলো। 'তোমাকে খুব সহজে আমি রেহাই দিচ্ছি না', নরম গলায় বলল সে। 'তাছাড়া গরম পানিতে সেদ্ধ হওয়ার কথাটা যখন নিজে থেকেই বললে, ভাবছি অপারেশনের আগে ওখানে তোমাকে একবার গোসল করিয়ে আনব কি না। বিশেষ গরম পানি যাতে গা থেকে তোমার চামড়া খসে পড়ে যায়। কেমন লাগবে?'

ঢোক গিলল অ্যাডাম। 'ভালো লাগবে না। আমি শাওয়ারে গোসল করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।'

হেসে উঠল ডাইনি, তাকাল নাইটের দিকে। 'চলো, আমাদের সাহসী ছেলেদের জন্য সমস্ত আয়োজন করি গে।' অ্যাডামের চিবুক চিরে দিল সে লম্বা নখের আঁচড়ে, একফোঁটা রক্ত পড়ল। 'দেখব ওরা কতটা সাহসী।'

ওয়াচ বলল, 'আমি বাথটাব কিংবা শাওয়ার কোথাও গোসল করতে পছন্দ করি না, ম্যাম।'

'কিন্তু তবু তোমাকে গোসল করতেই হবে', বলে ঘুরে দাঁড়াল ডাইনি। হাঁটা দিল। পেছন পেছন কালো নাইট। আরেকটা ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়াচ বালিঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করে অ্যাডামকে বলল, 'আমার মনে হয় কী জানো, ডাইনি এ জিনিসটার মধ্যে অনেক কারিশমা করেছে। হয়তো এ ডাইমেনশনের সময় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে এটা।'

'আমারও তাই ধারণা', বলল অ্যাডাম।

এক মিনিট নীরব রইল দুজনে। শেষে নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল ওয়াচ, 'এখন কী করবে?'

'তোমার মাথায় কিছু আসছে না?'

'না। তোমার?'

শেকল ধরে ঝাঁকি দিল অ্যাডাম। 'না, মনে হচ্ছে এখানেই আমাদের শেষ।'

ওয়াচ ওর শেকল ধরে টান দিল। কিছুই ঘটল না। 'দুঃখিত, সিক্রেট পাথের কথা তোমাকে বলা উচিত হয়নি।'

'আরে না, ঠিক আছে। এতে তোমার কোনো দোষ নেই। আমি নিজেই তো যেতে চেয়েছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। চোখ ভরে গেল জলে। 'তবু ভালো স্যালির কিছু হয়নি।'

ওদের মাথার ওপর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

'আমার কিছু হয়নি শুনে ভালো লাগছে, তাই না?' বলল স্যালি।

ষোলো

প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে একটা নগ্ন জানালা দিয়ে উঁকি দিল স্যালি। ওকে ক্লান্ত লাগছে। হাত-পা নোংরা।

'স্যালি!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম। 'এখানে কী করছ?'

'তোমাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছি।' বলল স্যালি। 'কিন্তু পাথুরে বাড়িটিতে ঢোকার কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তুমি এখান থেকে চলে যাও', বলল অ্যাডাম। 'আমরা তো শেষ। তুমি নিজেকে বাঁচাও।'

খুকখুক কাশল ওয়াচ। 'কিছু মনে কোরো না ভায়া, এখান থেকে উদ্ধার হতে আপত্তি নেই আমার।'

অ্যাডাম একটু ভেবে নিয়ে সায় দিল ওকে। 'ঠিকই বলেছ। ধরা না-খেয়ে যদি ও আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে মন্দ হয় না ব্যাপারটা।' স্যালির দিকে তাকাল সে। 'তুমি হামাগুড়ি দিয়ে জানালার গরাদ গলে আসতে পারবে না? গরাদগুলোর মধ্যে তো অনেকখানি ফাঁক।'

'তা পারব। কিন্তু তারপর কী করব। তোমাদের গায়ের উপর ধপাশ করে পড়ব?'

মাথার ওপরে ইঙ্গিত করল ওয়াচ। 'ওই তো একটা ঝাড়বাতি আছে। লাফ মেরে ওটাকে ধরে ফেলবে।'

'জানালা থেকে ঝাড়বাতিটা বেশি দূরেও নয়।' উৎসাহ জোগাল অ্যাডাম।

'তোমরা আমাকে কী ভেবেছ?' প্রতিবাদ করল স্যালি। 'মহিলা টারজান? আমি ঝাড়বাতি ধরে ঝুলতে পারব না। ব্যথা পেতে পারি।'

'তা অবশ্য ঠিক', বলল ওয়াচ। 'কিন্তু আরেকটু পরেই আমাদেরকে গরম পানিতে সেদ্ধ করা হবে। এখন আর সাবধান করার সময় নেই।'

'ঠিক বলেছ', সায় দিল অ্যাডাম।

'আমি ভেবেছিলাম তোমরা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ', ঠোঁট বাঁকাল স্যালি।

'করছি তো', দ্রুত বলল অ্যাডাম। 'আমি শুধু—'

'নিজের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি', বাধা দিল ওয়াচ।

'আমি তা বলিনি', প্রতিবাদ করল অ্যাডাম।

'বলোনি তবে ভাবছিলে নিশ্চয়', বলল ওয়াচ। হাতের একটা ঘড়ি দেখল ও। 'আমাদেকে উদ্ধার করতে হলে এখনই করো। ডাইনি আর কালো নাইট যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসবে।'

স্যালি জানালার গরাদের ফাঁকে নিজেকে গলিয়ে দিল। শুধু একবারের জন্য একটা গরাদে আটকে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল পাথুরে জানালার লম্বা তাকের ওপর। চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে ঝাড়বাতি দেখল। বিদ্যুৎবাতির বদলে ওতে মোম জ্বলছে। ওর কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে ঝাড়বাতিটা। তবে এ দূরত্বটুকুই ওর কাছে বিশাল লাগল।

'ঝাড়বাতি ধরতে না পারলে মেঝেতে আছড়ে খেয়ে যদি পড়ে যাই?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'গরম পানিতে সেদ্ধ হওয়ার চেয়ে তো কম ব্যথা পাবে', বলল অ্যাডাম।

'ঝাড়বাতি থেকে নেমে আসার পরে কী করব?' জানতে চাইল স্যালি।

'আগে তো ওই পর্যন্ত আসো।' বলল ওয়াচ।

'তোমরা আসলে হিরো হবার যোগ্য নও', বুকে হাত বাঁধল স্যালি। 'আমি লাফাতে যাচ্ছি। এক-দুই-তিন।'

লাফ দিল স্যালি। ওর বাড়ানো হাতের আঙুল ধরে ফেলল ঝাড়বাতির কিনারা। ছাদ থেকে ঝাড়বাতি ঝুলিয়ে রাখা রশিটা প্রবল টান খেল। সরসর করে নিচে নেমে আসতে লাগল ওটা। টারজান কিংবা জেনের

মতো স্যালিও রশি ধরে মেঝে লক্ষ্য করে নামছে। ছিটকে গেল মোমবাতি, রক্তলাল মোম ছিটিয়ে পড়ল সবখানে। তবে দেয়ালের ফোকরে রাখা মোমগুলো জ্বলছিল বলে ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল না। মেঝেতে নেমে এল স্যালি। জামাকাপড় ঝেড়ে আয়েশি ভঙ্গিতে হেঁটে গেল বন্ধুদের দিকে।

'তোমরা কী জানো', জিজ্ঞেস করল স্যালি, 'এ প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে একটা জলা। আর সেখানে গিজগিজ করছে কুমির এবং অ্যালিগেটর।'

'আগে ওখানে তো যাই তারপর ও নিয়ে ভাবব', বলল ওয়াচ। শেকলগুলো দেখাল ও। 'এ জিনিসের তালা খোলার চাবি নিশ্চয় তোমার পকেটে নেই?'

'না, নেই', বলল স্যালি। তাকাল চারপাশে। 'ডাইনিটা কই?'

'আমাদের জন্য বাথটাবে গরম পানি ভরতে গেছে। তাকাল ওয়াচের দিকে। 'এ শিকল ভাঙা আমাদের কাজ নয়।'

'তবে স্যালি আরেকটা জিনিস ভাঙতে পারে।'

'কী?' একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল দুজনে।

বালিঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করল অ্যাডাম। 'এ জিনিসটা মহিলার অহংকার এবং গর্বের বস্তু। বেশিরভাগ ডাইনির একটা কালো বেড়াল থাকে। তবে তার আছে এটা। সম্ভবত এটাই তার শক্তির উৎস। ওটাকে ভাঙো স্যালি। মেঝের ওপর ছড়িয়ে দাও ধুলো।'

বালিঘড়ি ভাঙতে হবে শুনে একমুহূর্তের জন্য মুখ সাদা হয়ে গেল স্যালির। তবে পরমুহূর্তে জেব্রার ওপর ক্ষুধার্ত সিংহের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো গতিতে হামলা চালাল সে বালিঘড়িতে। কয়েকটা জোর লাথি বসাতেই জিনিসটা উল্টে পড়ে গেল মেঝেতে। বিকট শব্দ হল। ভেঙে গেছে কাচের দেয়াল। হীরের ধুলো ছিটিয়ে পড়ল পাথুরে মেঝেতে। তারপর যেন নরক ভেঙে পড়ল ওদের ওপর।

দেয়ালের কুলঙ্গিতে রাখা মোমবাতিগুলোর শিখা নিভে এল, প্রায় অন্ধকারে ডুবে গেল ওরা। মেঝে এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন

ভূমিকম্প হচ্ছে। প্রাসাদের পাথরের দেয়ালে বিকট শব্দে ফাটল ধরল, পাথর থেকে ছুটে আসা ধুলোর বন্যায় গোসল হয়ে গেল ওরা। তবে আনন্দের ব্যাপার, অ্যাডাম আর ওয়াচকে লোহার যে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল ওটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। ওরা অনায়াসে শিকল থেকে মুক্ত করতে পারল নিজেদেরকে। শুনতে পেল নিচের ঘরে ক্রুদ্ধ গর্জন করছে ডাইনি।

'এখান থেকে জলদি ভাগো', স্যালির হাত ধরে বলল অ্যাডাম। ওর হাতে এখনও হ্যান্ডকাফ বাঁধা। 'ডাইনি রেগে আগুন হয়ে গেছে।'

তিনজনে মিলে সদর দরজার দিকে ছুটল। হঠাৎ ওদেরকে থামিয়ে দিল অ্যাডাম।

'এক মিনিট', বলল অ্যাডাম। 'অন্যদেরকে এভাবে বন্দিশালায় রেখে চলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

'অন্যরা কে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল স্যালি। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে থরথর করে। যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে প্রাসাদ।

'এখানে কয়েকটা বাচ্চাকে আটকে রেখেছে ডাইনি', ব্যাখ্যা করল ওয়াচ। 'ওদের শরীরের কয়েকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই।'

'প্রাসাদ ভেঙে পড়ার আগে ওদেরকে উদ্ধার করতে হবে।' বলল অ্যাডাম।

স্যালি আর ওয়াচ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল। 'হঠাৎ করেই হিরো বনে যাচ্ছে', বলল স্যালি।

'ওকে কাপুরুষ বলা আমাদের মোটেই ঠিক হয়নি', সায় দিল ওয়াচ।

অধৈর্য ভঙ্গিতে অ্যাডাম বলল, 'আমি ওদের কাছে যাচ্ছি।'

লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ভাঙা বালিঘড়ি থেকে গড়িয়ে পড়া একমুঠো হীরের ধুলো তুলে নিল অ্যাডাম। ওর হাতে লক্ষ কোটি তারার মতো ঝিকমিক করতে লাগল ওগুলো। হীরের ধুলো পকেটে রেখে দিল অ্যাডাম।

ছুটতে ছুটতে ওরা মাটির নিচের ঘরের দরজাটা পেয়ে গেল। পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এল নিচে। মাটির নিচের বন্দিশালায়

পৌঁছে দেখল সবগুলো সেলের দরজা খোলা। বন্দিরা ইতিমধ্যে পালিয়েছে।

'কিন্তু ওরা গেল কোথায়?' অবাক হল অ্যাডাম।

'এ হলওয়ে থেকে নিশ্চয় বাইরে যাবার রাস্তা আছে।' বলল ওয়াচ। 'আমি তাজা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছি।'

অ্যাডাম স্যালিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুমি প্রাসাদে ঢুকলে কী করে?'

'দারোয়ানকে বলেছি আমি ডাইনির বান্ধবী। তার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে', জবাব দিল স্যালি। 'লোকটা মস্ত বোকা। কোনো খোঁজখবর না নিয়েই ঝুলন্ত সেতু নামিয়ে দিল আমাকে যেতে দেয়ার জন্য।'

আবার প্রবল বেগে কেঁপে উঠল মাটি। ওরা তিনজন প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মেঝেতে। ওদের পেছনে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সিঁড়ি।

অ্যাডাম বলল, 'অন্যরা যে-পথে গেছে আমাদেরকেও সে-রাস্তা ধরতে হবে। ওরা আমাদের চেয়ে প্রাসাদের অলিগলি ভালো চেনে।'

'তা চেনে', বলল ওয়াচ। 'কিন্তু ওদের অনেকেই তো অন্ধ।' কিন্তু এ ছাড়া ওদের উপায় নেই, জানে ও।

মাটির নিচের হলওয়ে দিয়ে ছুটল ওরা। তাজা বাতাসের স্পর্শ টের পাচ্ছে।

ওদের পেছনে ভেসে এল ডাইনির চিৎকার। অভিশাপ দিচ্ছে ওদেরকে।

সতেরো

প্যাসেজওয়েটা গোরস্থানে এসে শেষ হয়ে গেছে। ওদের খুশিও লাগছে আবার ভয়ও করছে। খুশি লাগছে কারণ গোরস্থান দিয়ে ওরা পালাতে পারবে, ফিরে যেতে পারবে ওদের নিজেদের পৃথিবীতে। আর ভয় করছে মাটির নিচ থেকে কফিন ভেঙে উঠে আসছে জিন্দালাশ। সমাধিস্তম্ভের দিকে ছুটছে ওরা, মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কালের হাত, চেপে ধরল স্যালির গোড়ালি।

'বাঁচাও!' আর্তনাদ ছাড়ল স্যালি। হাতটা ওকে মাটির নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

স্যালিকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে ছুটে এল অ্যাডাম এবং ওয়াচ। কিন্তু কঙ্কালটার গায়ে অনেক শক্তি। টানাটানি করেও ওর কবল থেকে ছুটিয়ে আনতে পারল না স্যালিকে। স্যালির ডান পা ঢুকে গেল গর্তে। স্যালি ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। অ্যাডাম ওর হাত টেনে ধরল। কিন্তু ওকে সুদ্ধ কবরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে জিন্দালাশ।

'আমাকে ছেড়ে দিয়ো না।' ফুঁপিয়ে উঠল স্যালি।

'দেব না!' বলল অ্যাডাম। 'ওয়াচ।'

'কি!'

'কিছু একটা করো।' বলল অ্যাডাম।

'কী করব?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'একটা ডাল নিয়ে এসো', হুকুম দিল অ্যাডাম।

মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডালগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। 'স্যালির পা আর কঙ্কালের হাতের মাঝখানে ওটা ঢুকিয়ে দাও। লাশটা ডালটাকে স্যালির পা ভেবে ওটাকে ধরবে।'

'আমার পা অত সরু না', বলল স্যালি। মাটিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। অদৃশ্য দানবের সঙ্গে লড়াইতে হেরে যাচ্ছে অ্যাডাম। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে স্যালির।

'জলদি।' ওয়াচকে ধমক দিল অ্যাডাম।

মোটাসোটা একটা ডাল পেয়ে গেল ওয়াচ। ওটা ঢুকিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। স্যালির শরীর গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে সেই সঙ্গে ফাঁকটাও বড় হচ্ছে। কিন্তু অন্ধকারে কাজ করতে হচ্ছে বলে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছে না ওয়াচ। স্যালির পা আর কঙ্কালের হাতের মধ্যে ডাল ঢোকাতে গিয়ে গুঁতো মেরে বসল স্যালির গোড়ালিতে। ব্যথায় আর্তচিৎকার ছাড়ল স্যালি। 'উহ্, আমার লাগছে।'

'জিন্দালাশের কামড় খেলে আরও বেশি লাগবে', বলল অ্যাডাম।

স্যালি গর্তের মধ্যে আরও সেঁধিয়ে গেল। অ্যাডাম ওকে আর ধরে রাখতে পারছে না।

'অ্যাডাম!' চিৎকার করল স্যালি।

'স্যালি।' আরও জোরে চেঁচাল অ্যাডাম।

'তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসো', অনুনয় করল স্যালি, 'তোমার পা ঢুকিয়ে দাও গর্তে। তোমাকে পেলে হয়তো ছেড়ে দেবে আমাকে।'

'ও তোমাকে অত ভালোবাসে না', বিড়বিড় করল ওয়াচ অ্যাডামকে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। বলল, 'আরেকটু সবুর করো। আমার মনে হয়, হ্যাঁ। টোপ গিলেছে ব্যাটা। ডালটা ধরেছে। পা বের করে নিয়ে এসো, স্যালি।'

'একশোবার।' এবার খুশিতে চিৎকার দিল স্যালি। দানবটা স্যালিকে ছেড়ে দিতে অ্যাডাম ওকে টেনে নিয়ে এল মাটিতে। স্যালি সিধে হল। ওর জামাকাপড় থেকে কাদা-ময়লা ঝেড়ে দিতে গেল অ্যাডাম। ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিল স্যালি।

'লাগবে না', বলল স্যালি। 'আমাকে এ মুহূর্তে কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই।' কবরের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওটার ভেতরে ঢুকব কী করে?'

'সেটা তাড়াতাড়ি ভেবে বের করতে হবে', বলল ওয়াচ। ঘাড় ঘুরিয়ে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের দিকে তাকাল।

'আমাদের সঙ্গীরা আসছে।'

ঠিক কথাই বলেছে ওয়াচ। কালো নাইট আসছে।

আর তার সঙ্গে আসছে ডাইনি।

আঠারো

সমাধিস্তম্ভের দিকে ওরা দ্রুত পিছু হটতে লাগল। কিন্তু পাথরের শক্ত গায়ে বাড়ি লেগে পিঠে আর মাথায় বাড়ি খেল শুধু, কাজের কাজ কিছু হল না, ইন্টারডাইমেনশনাল পোর্টার খুলল না।

'এটা কাজ করছে না কেন?' অবাক হল স্যালি।

'ডাইনিকে জিজ্ঞেস করে দেখ', বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'সে এসে পড়বে এক্ষুনি।'

'নাইটটা তার আগেই চলে আসবে।' মুখ কালো করে বলল ওয়াচ। হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে ছুটে আসছে। আমাদের অস্ত্র দরকার। শক্ত ডাল কিংবা লাঠি।'

কয়েকটা গাছের ডাল জোগাড় করে নিল ওরা দ্রুত। পুলিশের ব্যাটনের মতো দেখতে ওগুলো। যদিও আকারে অনেক বড়। অর্ধবৃত্ত করে কবরের সামনে দাঁড়াল ওরা। হাতে রুপোলি তরবারি নিয়ে আবির্ভাব ঘটল কালো নাইটের। তার দুশো গজ পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে ডাইনি। আগুনের শিখার মতো লাগছে তার চুল। সবুজ চোখ দপদপ করে জ্বলছে। মৃত্যুর ছায়া তাতে। নাইট আর কুড়ি হাত দূরে, অ্যাডাম ওর সঙ্গীদেরকে বলল ওর পাশে চলে আসতে।

'আমরা একসঙ্গে হামলা চালাব ওর ওপর', বলল অ্যাডাম।

ছুটল ওরা। নাইট বিশালদেহী এবং শক্তিশালী হলেও তার গতি মন্থর। অ্যাডাম নাইটের ইস্পাতের বর্ম আঁটা হাঁটুতে দড়াম করে লাঠির এক বাড়ি লাগিয়ে দিল। টলে উঠল নাইট। স্যালি আরও সাহস দেখাল। পেছন থেকে এগোল ও। নাইটের খুলিতে হাতের লাঠিটা ভাঙল সে। রেগে গেল নাইট।

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঘুরল সে।

তারবারি দিয়ে কোপ মারল স্যালিকে।

আঁতকে উঠল অ্যাডাম এবং স্যালি।

তবে ভাগ্যক্রমে লাফ মেরে সরে গেল স্যালি।

কোপটা জায়গামতো না-লাগায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল নাইট। সুযোগটা কাজে লাগাল ওয়াচ। হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে লাফ মেরে উঠে পড়ল নাইটের পিঠে। দুহাত দিয়ে চেপে ধরল গলা।

'করছ কী তুমি?' চেঁচাল অ্যাডাম।

'একটা ছবিতে এরকম করতে দেখেছি', চেঁচিয়ে প্রত্যুত্তর দিল ওয়াচ। তবে নাইটের পিঠে জুৎ হয়ে বসতে পারছে না সে। নাইট ক্রুদ্ধ ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে, দাপাচ্ছে।

'ওকে নাইটের পিঠ থেকে নামিয়ে আনো।' স্যালি ছুটে এল অ্যাডামের পাশে। 'লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।'

অ্যাডাম আর স্যালি অসহায়ভাবে দেখল নাইট কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছে ওয়াচকে। ওকে টেনে নিয়ে আসছে সামনে, তরবারি তুলছে এককোপে কল্লা নামিয়ে দেয়ার জন্য। আর একমুহূর্ত পরেই ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওয়াচের মুণ্ডু।

এমন সময় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কঙ্কালসার একটা হাত।

হাতটা ডানে-বাঁয়ে কী যেন খুঁজছে। অদৃশ্য রাডার যেন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে ওটাকে। ওয়াচের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে কালো নাইট এক কদম এগিয়ে গেল কঙ্কালের হাতের দিকে।

হাতটা চেপে ধরল নাইটের বুটজুতা।

ওয়াচকে ছেড়ে দিয়ে ওটার দিকে তাকাল নাইট।

ক্রুদ্ধ একটা গর্জন করে তরবারি তুলল সে।

কংকালের হাত নাইটের জুতো ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল নাইট, ধপাশ করে পড়ে গেল মাটিতে। হাত থেকে ছিটকে চলে গেল তরবারি।

আরেকটা কঙ্কাল হাত চেপে ধরল নাইটের ঘাড়।

ওকে টেনে নিয়ে চলল মাটির নিচে।

অ্যাডাম, স্যালি এবং ওয়াচ উৎফুল্ল চিত্তে দৃশ্যটা দেখছে।

তবে মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্য।

'খুব মজা, না?' জিজ্ঞেস করল ডাইনি। ওদের ত্রিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। নাইটের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে ডাইনির কথা ভুলেই গিয়েছিল ওরা। ডাইনির হাতের রুবির আংটিটা জ্বলজ্বল করছে, চোখে শীতল সবুজ চাউনি। এক কদম সামনে বাড়ল সে, শয়তানি হেসে বলল, 'আমাকে অনেক ভুগিয়েছ তোমরা। তবু তো সবক'টাকে একসঙ্গে পাওয়া গেল।'

নাইটের তরবারিটা তুলে নিল অ্যাডাম। অসম্ভব ভারী, অন্যদেরকে ওর পেছনে দাঁড়াতে বলে তীক্ষ্ণ ফলাটা ডাইনির দিকে বাগিয়ে ধরে বলল, 'আর এক কদম এগিয়েছ কি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।'

'হা।' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ডাইনি। আরেক কদম বাড়ল। 'তোমরা একশো জন মিলে একশোটা তরবারি নিয়ে এলেও আমার কিছু করতে পারবে না।' ডান হাত তুলল সে, জ্বলজ্বল করছে রুবি। 'আমি তোমাদেরকে এক্ষুনি মোমের মতো গলিয়ে ফেলতে পারি।'

'ডাইনিটাকে সিরিয়াস মনে হচ্ছে', মন্তব্য করল স্যালি।

'আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত', বলল ওয়াচ।

'না', বলল অ্যাডাম। 'আত্মসমর্পণ করব না। করার বোধহয় দরকারও হবে না। একটা কথা মনে পড়েছে আমার। এখানে ঘড়ি চলে উল্টো দিকে। সময় পিছিয়ে যায়। এখানে সবকিছুই উল্টোদিকে চলে। আমরা সামনের দিকে এগোলে হয়তো বাড়ি পৌঁছতে পারব।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'আমরা সোজা হেঁটে কবরে ঢুকব, তাই না?'

উত্তেজিত শোনাল ওয়াচের কণ্ঠ।

'ঠিক বলেছ', বলল অ্যাডাম।

'ডাইনিটা আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে আর এখন কি না বুদ্ধিটা তোমার মাথায় এল।' অনুযোগ করল স্যালি।

ডাইনি কবরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়, অ্যাডাম। তবে একটু দেরিতে মাথায় এসেছে ব্যাপারটা। তোমরা এখন কী করবে? আরেক ডাইনির কবর খুঁজবে? সেক্ষেত্রে আমাকে খুন করে কবর না দেয়া ছাড়া তোমাদের উপায় নেই।' বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের আংটি স্পর্শ করল সে আদর করার ভঙ্গিতে। চুনি পাথরটার আলো যেন আরও বেড়ে গেল। ডাইনির মুখের হাসি চওড়া হল।

'আর অন্ধ ছেলেদের জন্য কবর খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টেরই হবে, তাই না?'

ডাইনির হুমকি আর সহ্য হল না অ্যাডামের। 'আমি এখনও অন্ধ হয়ে যাইনি।' বলে চিৎকার করে তরবারি বাগিয়ে ছুটল সে।

তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বেশিদূর যেতে পারল না।

জ্বলন্ত রুবি থেকে সাপের জিভের মতো লকলক করে উঠল অগ্নিশিখা। ছোবল মারল তরবারির ডগায়, ফলায় ধরিয়ে দিল আগুন। উত্তাপে টিকতে না-পেরে তরবারি হাত থেকে ফেলে দিল অ্যাডাম। পায়ের নিচে পড়ল ওটা। গলে গিয়ে থকথকে রুপালি কাদা হয়ে থাকল। হতভম্বের মতো ওদিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাডাম। লক্ষ্য করেনি ডাইনি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাডামের গলা চেপে ধরল সে। অ্যাডামের মুখের সামনে তার মুখ। সবুজ চোখজোড়া ভীষণভাবে জ্বলছে। তাকিয়ে থাকতে পারল না অ্যাডাম। চোখ সরিয়ে নিল। চোখের কিনারা দিয়ে দেখল ডাইনি লম্বা নখঅলা একটা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ওর দিকে।

'তোমার চোখ এখন তুলে নেব আমি।' হিসহিস করে উঠল ডাইনি। 'তোমার বন্ধুদের সামনে। ওরা দেখুক আমার সঙ্গে বাঁদরামি করার ফল কী হয়?'

'এক সেকেন্ড।' মিনতি করল অ্যাডাম। 'তোমাকে একটা জিনিস দেব আমি। তোমার প্রাসাদ থেকে চুরি করে এনেছি।'

থেমে গেল ডাইনি। ওর মুখ থেকে ধারালো নখগুলো মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে। 'আমার প্রাসাদ থেকে কী চুরি করেছ?' রাগে গরগর করল সে।

'দেখাচ্ছি।' বলল অ্যাডাম।

পকেট থেকে বালিঘড়ির হীরের ধুলো বের করল অ্যাডাম। মুঠো খুলে দেখাল ডাইনিকে।

ওদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডাইনি। দৃশ্যটা দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আমার ঘড়ি ভাঙার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।' চিৎকার করল সে।

'অবশ্যই', বলল অ্যাডাম। 'তবে আজ নয়।'

গভীর দম নিল অ্যাডাম। তারপর হীরের ধুলো ছুড়ে দিল ডাইনির চোখে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ডাইনি। ছেড়ে দিল অ্যাডামকে। টলতে টলতে পিছু হটল, দুহাত দিয়ে ডলছে চোখ। কালো নাইটের গায়ে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। নাইটের মাথাটা শুধু মাটির ওপরে, বাকি শরীর মাটির নিচে অদৃশ্য। ডাইনি পড়ে যাওয়া মাত্র একজোড়া হাড্ডিসার হাত মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। চেপে ধরল ডাইনির লাল চুল। গর্তের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

ডাইনির দিকে আর ফিরে তাকাল না অ্যাডাম।

'চলে এসো।' বন্ধুদেরকে বলল ও।

স্যালিকে মাঝখানে রেখে হাতে হাত ধরে তিনজনে মিলে লাফ দিল কবরের দিকে।

তারপর ঘুরতে শুরু করল পৃথিবী, ঘুরে গেল ব্রহ্মাণ্ড, মাটি হয়ে গেল আকাশ, আকাশের রূপান্তর ঘটল সাগরে। ওরা শাঁ শাঁ করে নিচে নামছে। ডানা ছাড়াই যেন উড়ছে। একসময় অন্ধকার হয়ে এল সবকিছু। মনে হল থেমে গেছে সময়।

তারপর দেখল ওরা আগের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে নীল আকাশ।

নিরাপদে ফিরে এসেছে ওরা বাড়িতে। প্রত্যাবর্তন করেছে স্পুক্সভিলে।

উনিশ

অ্যাডাম স্যালিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। ওয়াচ আরেকটা টার্কি স্যান্ডউইচ কিনে বামের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। জানতে চাইবে আরেকটা সিক্রেট পাথ আছে কি না। যেন একটা সিক্রেট পাথ দেখে তার আঁশ মেটেনি।

'এবারে চশমাটা সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।' বলেছে অ্যাডাম। 'আমি তোমার জন্য আবার চশমা বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।'

আসল স্পুক্সভিলের নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে অ্যাডাম আর স্যালি। সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর। গনগন করছে।

'মনে হচ্ছে যেন আমরা সেই আগের সময়েই স্থির হয়ে আছি', বলল স্যালি।

'হতেও পারে।' বলল অ্যাডাম। 'আমরা ওখানে যখন ছিলাম সময় তখন কেবলই পিছিয়েছে। চলো, জলদি বাসায় যাই। আবার নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'কেন? অ্যাডভেঞ্চারটা ভালো লাগেনি তোমার?'

অবাক হল অ্যাডাম। 'তোমার ভালো লেগেছে?'

'অবশ্যই। স্পুক্সভিলে এসব কোনো ব্যাপার না। তুমিও একসময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

অ্যাডাম ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

স্যালির বাসার সামনে চলে এসেছে ওরা। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল স্যালি। বলল, 'আমি তোমাকে ভেতরে আসতে বলতাম। কিন্তু তোমাকে তো বলেইছি আমার বাবা-মা একটু অদ্ভুত।'

'ঠিক আছে। আমি বাসায় গেলাম। বাবার সঙ্গে কাজে হাত লাগাতে হবে।'

অ্যাডামের কাছ ঘেঁষে এল স্যালি, চোখে চোখ রাখল।

'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, অ্যাডাম।'

নার্ভাস বোধ করল অ্যাডাম। 'আমারও।'

'আমাকে একটা সত্য কথা বলবে, প্লিজ?'

'কী?'

'ওর নাম কী?' জানতে চাইল স্যালি।

'কার নাম?'

'যে মেয়েটাকে তুমি ভালোবাসো।'

'আমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসি না।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জেলাস হবার কোনো কারণ নেই, না?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল অ্যাডাম। 'অবশ্যই তোমার জেলাস হবার কোনো কারণ নেই, স্যালি।'

'যাক, জেনে নিশ্চিন্ত হলাম', হাসল স্যালি।

অ্যাডামের কাঁধে হাত রাখল। 'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'কালও দেখা হয়ে যেতে পারে।'

অ্যাডাম ফিরে এল বাড়িতে। ওর বাবা-মা এবং বোন এখনও রান্নাঘরে, খাওয়া শেষ হয়নি।

'এত জলদি ফিরলি যে?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'হুঁ', বলল অ্যাডাম। 'তোমার পিঠের অবস্থা কী?'

'ভালো।' বললেন বাবা।

'শহর কেমন লাগল?' জানতে চাইলেন মা।

'ভালো।' একমুহূর্ত ভাবল অ্যাডাম। 'মনে হয় সময়টা আমার এখানে ভালোই কাটবে।'
